জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

গ্রেফতার সোনম

গ্রেফতার করা হল লাদাখের মুখ সোনম ওয়াংচুককে। একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও সকলেই বুঝতে পেরেছেন সোনমের আন্দোলনে ভয় পেয়েই বিজেপির আস্ফালন

ভারী বর্ষণ

আসছে নতুন নিম্নচাপ। দক্ষিণ ও উত্তরের সব জেলায় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চলবে বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত শুক্রবার আরও ঘনীভূত হয়েছে। শনিবার ভারী বর্ষণের সতর্কতা

পুজোয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল-বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

ওষুধে ১০০% শুল্ক চাপালেন ট্রাম্প! বিপুল ক্ষতি ভারতের

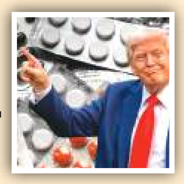

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৫ ● ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ১০ আশ্বিন ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 125 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 27 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সুনালি খাতুন-সহ ৬ পরিযায়ী শ্রমিককে চার সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ফেরাতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

জোর ধাক্কা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : আর রাখঢাক নয়। হাইকোর্টের রায়ে এবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে একেবারে মুখোশ খুলে গেল কেন্দ্রের। প্রমাণিত হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ তুলেছিল তা সঠিক ছিল। বীরভূমের এক গর্ভবতী মহিলা-সহ ৬ জনকে বাংলাদেশি বলে পুশ-ব্যাক করা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট শুক্রবার সেই পদক্ষেপকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে। সেইসঙ্গে ওদের চার সপ্তাহের মধ্যে ভারতে ফিরিয়ে আনারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় জোর ধাক্কা খেয়েছে বাংলা-বিরোধী বিজেপি। এই রায়ের প্রেক্ষিতে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাকে এরা নিপীড়িত শোষিত করে রাখতে চেয়েছে।

কিন্তু হাইকোর্ট একটি নির্দেশ দিয়েছে যে, বীরভূমের গর্ভবতী মহিলা সুনালি খাতুন-সহ আরও পাঁচজনকে এফআরআরও দ্বারা বহিষ্কারের নির্দেশ অবৈধ। আদালত চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরত আনার নির্দেশ দিয়েছে। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য তাঁদের গ্রেফতার ও আটক করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে, আজকের হাইকোর্টের থাপ্পড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওদের প্রথমে ক্ষমা চাইতে হবে। হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে শুক্রবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কেন্দ্র ও বিজেপিকে তুলোধোনা করেন।

শশী পাঁজা বলেন, দেবীপক্ষের সময় সঠিকভাবে জাস্টিস পেলেন অন্তঃসত্ত্বা সুনালি খাতুন। বীরভূমের সুনালি খাতুন-সহ ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে দিল্লি থেকে কেন্দ্র সরকার অনৈতিকভাবে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মা দুর্গার আশীর্বাদ, মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে, এ কী করেছেন আপনারা? এই বিতাড়ন সম্পূর্ণ বেআইনি। ভারতের নাগরিক তাঁরা, আপনারা তাঁদের পার্সেল করে পাঠিয়ে দিলেন বাংলাদেশে! কিন্তু মা দুর্গার সন্তান সুনালি খাতুন, মা খেয়াল রাখেন যাতে অন্যায় না হয়! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো কলকাতায় এসেছেন। মায়ের কথা বললেন, সোনার বাংলার কথা বললেন। সোনার বাংলা কিন্তু মায়েদের সম্মানের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়। আপনি মায়েদের তাড়াবেন (এরপর ১০ পাতায়)

সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক। শুক্রবার।

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হিন্দু-মুসলমান

ভাগাভাগি করে হয় না কখনো
হিন্দু মুসলমান,
এসো আমরা গড়ে তুলি ভাই
মানবিকতার স্থান।

একই রক্তে হৃদয়ে মোদের,
একই অশ্রু দুঃখে ঝরে,
সবার একই প্রাণ।
তাই ভালোবাসা দিয়ে
এসো গড়ি ভাই সাধের পীঠস্থান।

দুষ্টু যারা ভাগাভাগি করে
সুখের ঘরে জ্বালায় আগুন,
বিভেদ মেটাতে তারা চায় না
চায় না তারা নূতন ফাগুন।

ভেদাভেদ ভুলে এগিয়ে এসো
হিন্দু-মুসলমান,
শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে এসো
সব জাতি সব প্রাণ।

যারা ভেঙেছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তি, কিছুতেই ক্ষমা নয় তাদের

প্রতিবেদন : বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত করে যারা, যারা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিনিয়ত অপমান করে, তাদের কোনও ঠাঁই এই বাংলায় নেই। শুক্রবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে, বিজেপিকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য ও পরিসংখ্যানে বিদ্যাসাগরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন তুলে ধরেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি

লেখেন, বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। বাংলার সৌভাগ্য যে, এমন একজন মানুষকে আমরা পেয়েছিলাম। তাঁর কাছে আমরা বাংলা ভাষার বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ নিয়েছি। আবার তাঁর কাছেই শিখেছি কীভাবে সবরকম অবিচার-অনাচার-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে মাথা উঁচু করে লড়াই করে যেতে হয়। তিনি বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, তাঁর ভাবনা এবং অদম্য সাহসই আজকের এই আধুনিক বাংলার ভিত্তি। এই বাংলায় বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার আদর্শে যারা (এরপর ১২ পাতায়)

জন্মদিনে শহরে তবু বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা নয়!

মূর্তি ভাঙার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সাফ দাবি অভিষেকের

প্রতিবেদন : কলকাতায় এসে পুজো উদ্বোধন করলেন। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মদিনে তাঁর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখালেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ! এই নিয়ে বিবেকহীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তুলোধোনা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত কলেজে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক। তারপরেই শাহের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তিনি। দাবি জানান, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার জন্য ক্ষমা চান অমিত শাহ! আবার, সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের তরফে মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষেরা শাহকে কটাক্ষ করে বলেন, আজ যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কথা বলছিলেন, সেই মঞ্চেই এমন একজন ছিলেন যিনি ২০১৯ সালে এই অমিত শাহের বিরুদ্ধেই (এরপর ১০ পাতায়)

২০১৯-এ বিজেপি ভেঙেছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তি। সেই ভাঙা মূর্তিতেই শ্রদ্ধা অভিষেকের। শুক্রবার।

দিদির শুভেচ্ছা-উপহার ভিন রাজ্যের পুজোতেও

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

এবার রাজ্যের বাইরের দুর্গাপুজোতেও গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা ও মিষ্টি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এই সৌজন্যে আপ্লুত পুজো উদ্যোক্তারা। শুধু বাংলা নয় রাজ্যের বাইরে থাকা বাঙালি ও তাদের পুজো নিয়েও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমান মনোযোগী, প্রমাণ করল এই উদ্যোগ। প্রবাসী বাঙালিদের আবেগ ও উদ্যোগকে সম্মান জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি-সহ উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা— এই তিনটি রাজ্যের পুজো উদ্যোক্তাদের বিশেষ সম্মান জানালেন। দিল্লি, নয়ডা, গুরুগাঁও এবং গাজিয়াবাদের মোট ৭০টি পুজোকে বেছে নিয়েছেন এই অভিনব সম্মান জানাতে। এর মধ্যে সি আর পার্ক কালীমন্দির, মেলা গ্রাউন্ড, কারোলবাগ সার্বজনীন, নয়ডা কালীবাড়ি, ইন্দিরাপুরম-সহ একাধিক পুজো রয়েছে। উদ্যোক্তাদের জন্য তাঁর শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে চিঠি, সঙ্গে মিষ্টির বাক্স পাঠিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (এরপর ১২ পাতায়)

কারোলবাগ পুজো সমিতির হাতে মুখ্যমন্ত্রীর উপহার।

তারিখ অভিধান

১৮৩৩ রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) তিরোধান দিবস। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন, 'নব্য ভারতের চিত্তদূত'। বাংলার নবজাগরণের প্রধান রূপকার তিনি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অলোকমণি দেবীর সতী হওয়ার সংবাদ পেয়ে রংপুর থেকে ছুটে এসেছিলেন রামমোহন। কিন্তু তার আগেই সুসম্পন্ন হয়েছে সতীদাহপর্ব! রামমোহনের অন্তর-আত্মায় আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন নিজের কাছেই। সেই থেকে সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ ও বন্ধ করাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রধান কর্তব্য। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ বন্ধের আইন পাশ হয়। এদিন চিরসংগ্রামী রণক্লান্ত রামমোহন চিরবিশ্রাম নেন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মুক্তচিন্তার বড্ড অভাব। কেউ কেউ চালাচ্ছেন জাতের নামে বজ্জাতি। এমন যুগসংকট মুহূর্তে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে প্রায় ১৮৮ বছর আগে প্রয়াত এই মানুষটির চিন্তা ও চেতনা।

১৯০৭ ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী। জন্ম একটি জাঠ শিখ পরিবারে। তাঁর পরিবার আগে থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কৈশোরেই ভগৎ ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মেধা, জ্ঞান ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় তিনি গড়ে তোলেন হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন ভগৎ। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

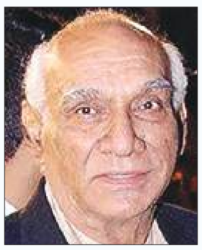

১৯৩২ যশ চোপড়া (১৯৩২-২০১২) এদিন অধুনা পাকিস্তানের লাহোরে জন্ম নেন। হিন্দি ছবির পরিচালক ও প্রযোজক। বলিউডের বহু অভিনেতা তাঁর হাত ধরেই তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস যাঁকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে।

১৯৩৩ কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) এদিন প্রয়াত হন। তৎকালীন সময়ের প্রথিতযশা বাঙালি কবি। শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী হিসেবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃতে হয়েছিলেন দেশের প্রথম স্নাতক। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে জাঁকিয়ে বসা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জেরে জুটিয়ে ছিলেন নারীবাদী তকমা। লেখা বইগুলোর মধ্যে আছে 'আলো ও ছায়া', 'নির্ম্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'অম্বা', 'গুঞ্জন', 'ধর্ম্মপুত্র', 'শ্রাদ্ধিকী', 'অশোক স্মৃতি', 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' প্রভৃতি।

১৯০৬ সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এক উজ্জ্বল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'— এই দু'খানি উপন্যাসই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিভার দুটি উচ্চতম শিখরবিন্দু। ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস 'জাগরী'। এই উপন্যাসের জন্য তিনি প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। আর, উত্তর-বিহারের গ্রামাঞ্চলের তিরিশ বছরের (১৯১৫-'৪৫) পটভূমিতে রচিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

১৯৯০ ক্যারোলিন কোসির আবেদন নাকচ করে দিয়ে ইউরোপীয় আদালত এদিন রায় দেয় যে তিনি কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে পারবেন না কারণ ১৫ বছর আগে 'তুলা' নামক নারীতে রূপান্তরিত হলেও তাঁর জন্মের শংসাপত্র অনুযায়ী তিনি একজন পুরুষমাত্র, নারী নন। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ আইনকেই মান্যতা দেয় ইউরোপীয় আদালত। ভেঙে পড়েন রূপান্তরকামী এই নামী মডেল।

২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৩৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৮৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩৯৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭০	৮৭.৯৯
ইউরো	১০৬.১৬	১০২.৬৪
পাউন্ড	১২৪.৬১	১১৭.৪৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কৌশানী

■ ঋতাভরী

কর্মসূচী

■ রাজ্যের সমস্ত জেলায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশন, বিদ্যালয় পরিদর্শক শাখার সদস্যরা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেন। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ প্রাঙ্গণে আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন।

■ বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পাড়ায় পুজোর সূচনা করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ছিলেন বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৮

১		২		■	৩		৪
	■		■	৫		■	
	■	৬			■	৭	■
৮	৯	■	■	১০			■
■	১১		১২	■	■	১৩	১৪
■		■	১৫		১৬	■	
১৭	■	১৮		■		■	
১৯			■	২০			

পাশাপাশি : ১. যশস্বী, বিখ্যাত ৩. সিদ্ধি ও ভাঙের দেবতা ৫. অর্ধেক ৬. লভ্য, পাওনা ৮. আকর্ষণ করা ১০. জবাব হিসাবে বলা হয় এমন, পালটা ১১. চন্দ্র ১৩. দুঃখ, পীড়া ১৫. হোম ১৮. গৃহ বা বাড়ি ১৯. আকাশ ২০. নিকৃষ্ট, বাজে।

উপর-নিচ : ১. অনির্দিষ্ট কিছু বিষয় বা বস্তু ২. খ্যাপা লোক, পাগল ৩. তিনভাবে, তিন রকমে ৪. আশ্রয় ৫. সবজি, কাঁচা তরকারি ৭. সূর্য ৯. অরাজি, অসম্মত ১২. লোকলয় ১৪. অত্যন্ত ব্যস্ততার ভাব ১৬. পুত্র ১৭. উপায়, অবলম্বন ১৮. —মেঘ দেয় ডাক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৭ : পাশাপাশি : ২. ছত্রাক ৪. আদব ৬. খিদে ৭. সন্দেশবহ ৮. শপতি ১০. জড়িমা ১২. দরমিয়ান ১৩. নটি ১৪. তাবুত ১৬. লাভলি। **উপর-নিচ:** ১. গদ ২. ছত্রিশগড়ি ৩. কলহ ৪. আদেশ ৫. বসতি ৯. পত্রমিতালি ১০. জনতা ১১. মানত ১২. দহলা ১৫. বুক।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

27 September, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ফের আত্মহত্যার চেষ্টা মেট্রোয়। শুক্রবার যতীন দাস পার্ক স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক যাত্রী। এর জেরে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত ৫০ মিনিট পরিষেবা ব্যাহত হয়

২০০৭-এ বৃষ্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ১৫ জনের

কমরেড, ইতিহাস ভুলে গেলেন!

প্রতিবেদন : সত্যিই, কী বিচিত্র এই সিপিএম! কী বিচিত্র এই সিপিএম নেতাদের চরিত্র! কমরেড, ইতিহাস ভুলে গেলেন? মনে পড়ে ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের কথা। তখন বাম আমল। কলকাতার মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনদিন ধরে ১৬৭ মিলিমিটার বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা শহরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ১৫ জনের। আর সেদিনকার মেয়র বিকাশবাবু আপনি কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, লন্ডনে বৃষ্টি হলেও রাস্তায় জল জমে। আর এখন আপনি জ্ঞানের বুলি আওড়াচ্ছেন, বিকাশবাবু! সত্যিই, আজব আপনাদের চরিত্র!

সেদিন কিন্তু আপনাদের কাউকেই জলে পা ছোঁয়াতেও দেখা যায়নি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৫ জনের মৃত্যু হল, তাদের এক নয়া পয়সা ক্ষতিপূরণও আপনারা দেননি। এতটুকু সহানুভূতিও তাঁদের পরিবারের প্রতি ছিল না আপনাদের। আর এখন আপনারা কোমর বেঁধেছেন মানবিক একটা সরকারের সমালোচনা করতে! একরাতে মাত্র তিন ঘণ্টায় গড় ২৫১ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে শহরের রাস্তায় জল জমেছে। অনভিপ্রেত

দশজনের মৃত্যু হয়েছে। তারপর বাংলার মানুষ দেখেছেন মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রতিনিধিরা কীভাবে রাস্তায় নেমে সেই জল নামানোর কাজে তদারকি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাত জেগে মনিটরিং করেছেন। ঘোষণা করেছেন মৃতদের প্রত্যেক পরিবার-পিছু দু-লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। সিইএসসি চাকরি না দিলে মৃতদের পরিবার-কিছু একজন করে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরেও কোন মুখে কথা বলেন আপনারা, কমরেড?

তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করার আগে একবার ইতিহাস মনে করে দেখুন। ২০০৭ সাল। ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রবল বর্ষণ নয়। তিনদিন ধরে হয়েছিল মাত্র ১৬৭ মিমি বৃষ্টিপাত। তাতেই জলে ভেসেছিল কলকাতা শহর। তিনদিনে এক মিনিটের জন্যও রাস্তায় নামেননি কলকাতার তৎকালীন মেয়র। ওই বৃষ্টিতেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। লজ্জাজনক ঘটনা, মৃত ১৫ জনের পরিবার এক টাকাও ক্ষতিপূরণ পায়নি। কেন, কমরেড? তা হলে আজ কেন বড় বড় কথা বলছেন? সেদিন আপনাদের বিবেক, মনুষ্যত্ববোধ কোথায় ছিল? আজকের নব্য কমরেডরা একবার সেদিনের বামফ্রন্ট সরকার এবং সিপিএম পরিচালিত পুরসভার ভূমিকা কী ছিল, ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখুন। তা হলেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের কমরেডদের চরিত্র। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন তখন কলকাতার বৃষ্টির জল নামতে ৫-৬ দিন লেগে যেত। আর এখন তৃণমূলের আমলে বৃষ্টির জল নামে ৫-৬ ঘণ্টায়। ২৪ ঘণ্টায় একেবারে স্বাভাবিক। কমরেড এটাই পার্থক্য আপনাদের সিপিএম আর এখনকার তৃণমূলের। আর বুঝে নিন, মানুষ কেন সিপিএমকে শূন্য করে দিয়েছে, কেন সিপিএম-কে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বুঝে নিন, আজকের নব্য কমরেডরা।

পুজোর পরেই টেটের নিয়োগ: শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিবেদন : পুজোর পরেই শুরু হবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। এরপর নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হবে খুব দ্রুত। শুক্রবার এমনই সুখবর দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এদিন বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করে ব্রাত্য বসু বলেন, পুজোর আগে মুখ্যমন্ত্রীর উপহার ১৩,৪২১ চাকরি। দ্রুত নিয়োগ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী চাকরি দেবেন। অনুমোদনের জন্য বিলম্ব হয়েছিল। খুব দ্রুত নিয়োগ হবে। নির্দেশমতো পুজো মিটলেই ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে টেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা ভাবনা-চিন্তা করছি। আমাদের সংগঠনগত ভাবে কী করা যায়। তার আগে নিয়মকানুন ও বিধি খতিয়ে দেখতে হবে। দুর্গাপুজোর সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত হস্টেল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, যাদবপুর নিয়ে উদ্বেগ ও শঙ্কার কারণ আছে বলেই এরকম রায় দিয়েছেন বিচারপতি। জানি না ওখানে কারা কীভাবে নৈরাজ্য চালাচ্ছেন। ছাত্র-মৃত্যু, ছাত্রী-মৃত্যুর ঘটনা বারবার ঘটছে। হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি।

■ বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিদ্যাসাগর আকাদেমিতে শুক্রবার।

জামিন পার্থর

প্রতিবেদন : পুজোর আগে নিয়োগে অনিয়ম সংক্রান্ত শেষ মামলাতেও জামিন পেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তবে জামিন পেলেও আপাতত পুজোর মধ্যে জেল মুক্তি হচ্ছে না তাঁর। কারণ, নিয়োগে অনিয়মের একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সেই মামলায় চার্জগঠন ও সাক্ষ্যগ্রহণের পরই জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

■ গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাবের দুর্গাপুজোর থিম সং 'আমার জননী তুমি'র উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। গানটির কথা লিখেছেন মন্ত্রী নিজেই। গানটির সুর দিয়েছেন দেবাদিত্য চৌধুরী এবং গেয়েছেন রাঘব চট্টোপাধ্যায়। এই পুজোর প্রধান উপদেষ্টা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মূর্তি ভাঙায় অভিযোগকারীর পুজো উদ্বোধনে নির্লজ্জ শাহ

প্রতিবেদন : ২০১৯ সালে নির্বাচনী র‍্যালি থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তি ভেঙেছিল বাংলা-বিরোধী বিজেপির গুন্ডাবাহিনী। আর সেই কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ! সেই ঘটনার ৬ বছর পর কলকাতায় পুজো উদ্বোধনে এসে শুক্রবার বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে লোক-দেখানো ঈশ্বর-স্মরণ করলেন নির্লজ্জ শাহ। কিন্তু একবারের জন্যও ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তিতে একবার ফুল দিয়েও শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না। উল্টে এমন এক 'বিজেপি নেতা'র পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যার-এর উদ্বোধন করলেন, যিনি ৬ বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধেই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিলেন! শাহের এই নির্লজ্জতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠক থেকে দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ নাম না করে শাহকে আক্রমণ করে বলেন, আজ যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কথা বলছিলেন, সেই মঞ্চেই এমন একজন ছিলেন যিনি ২০১৯ সালে এই অমিত শাহের বিরুদ্ধেই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন! বাকিটা নিজেরাই বুঝে নিন।

অভিনব উদ্যোগ, রথে চড়ে মা যাবেন পাড়ায় পাড়ায়

প্রতিবেদন : দশের ঘরে দশভুজা। যাঁরা নানা কারণে উপস্থিত হতে পারবেন না মণ্ডপে, মা দুর্গাই পৌঁছে যাবেন তাঁদের পাড়ায়, বাড়ির দরজায়। মানুষ পুজো নিবেদন করবেন সেখানেই। টানা পাঁচদিন রথে চেপে এলাকা পরিক্রমা করবেন অদ্রিজা। হাসিতে ভরিয়ে দেবেন উৎসবের দিনগুলো। অনন্য এই ভাবনা এবং উদ্যোগ মহানগরীর ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পঞ্চমীর ভোরেই ইএম বাইপাস লাগোয়া পঞ্চসায়র এলাকায় মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সূচনা হবে এই অভিনব পরিক্রমার। তারপরে একে একে বিভিন্ন এলাকা সফর। মহাষষ্ঠীর বোধন থেকে শুরু করে, সপ্তমীতে কলাবউ স্নান, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী উদযাপন, সন্ধিপুজো, মহানবমী পুজো— ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পাড়ায়।

কেন এই ব্যতিক্রমী ভাবনা? অনন্যার কথায়, ই এম বাইপাস এলাকায় গড়ে উঠেছে অজস্র অত্যাধুনিক বহুতল হাউজিং। প্রতিটি আবাসনেই মহাসমারোহে আয়োজন করা হয় উমা-বন্দনার। আনন্দে মেতে ওঠেন সকালে। বিভিন্ন পাড়ায় আয়োজন করা হয় বারোয়ারি পুজোর। কিন্তু এত আনন্দের মাঝে শরীর এবং বয়সের কারণে খুশির জোয়ারে গা ভাসাতে পারেন না অনেকেই। যাঁদের ছেলে-মেয়েরা ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে থাকেন পেশার কারণে, একাকিত্ব বোধ করেন তাঁরাও। তাঁদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। বিভিন্ন এলাকার রাস্তার মোড়ে নির্মাণ করা হয়েছে ছোট্ট সুসজ্জিত মণ্ডপ। রথে চড়ে মা পৌঁছোবেন সেখানেই। এক একদিন অধিষ্ঠান এক এক জায়গায়। পথে নেমে কিংবা জানলা থেকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে অদ্রিজাকে স্বাগত জানাবেন এলাকার বাসিন্দারা। তারপর পুজো নিবেদনের পালা। অভিনব এই উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা দক্ষিণ কলকাতার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ড।

পুজোর ছুটি, নতুন রোস্টার

প্রতিবেদন : শুক্রবার চতুর্থী থেকে সরকারি অফিসে শুরু হয়েছে পুজোর ছুটি। পুজোর আগে বৃহস্পতিবারই ছিল শেষ কাজের দিন। দুর্গাপুজো এবং তারপরে লক্ষ্মীপুজো মিলিয়ে ছুটি চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে ছুটি থাকলেও শনিবার ও রবিবার-সহ নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া প্রতিদিনই কয়েকজন করে আধিকারিক কাজে আসবেন রাজ্যের অফিসগুলিতে। সেই অনুযায়ী, অফিসে অফিসে রোস্টার তৈরি হয়েছে। নবান্নের কন্ট্রোল রুম প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে। সেখানে দিনে দুটি করে শিফট চলবে। প্রতিটি শিফট চলবে একজন করে ডব্লুবিসিএস অফিসারের নেতৃত্বে। পুজোর ছুটির পর ফের থাকবে দীর্ঘ বিরতি কালীপুজো ও ছটপুজোর সময়ে। ১৮ অক্টোবর, শনিবার থেকেই শুরু হবে কালীপুজোর ছুটি। ২৭ ও ২৮ অক্টোবর ছটপুজোর ছুটির পর ফের অফিস খুলবে ২৯ অক্টোবর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

27 September, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভরসা

বাংলায় যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল তাদের কিছুতেই রেয়াত নয়। বাংলার নবজাগরণ, বাংলার শিক্ষা, বাংলার সামাজিক ব্যবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর শুধু যে প্রাতঃস্মরণীয় তাই নয়, তিনি আসলে বাংলা ও বাঙালির গর্বের প্রতীক। বাংলা যখন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তখন সেই জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে-সব মনীষী লড়াই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ তাঁর দ্বিশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁর মূর্তি ভেঙেছিল, বাংলা এবং বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতিকে অপমান করেছিল বিজেপি। তারপর অনেক মায়াকান্না বাংলা দেখেছে। বারবার প্রমাণিত হয়েছে এই রাজনৈতিক দলটি মোটেই বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং মানুষকে নিয়ে চিন্তিত নয়। তাদের লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। তার জন্য মুখ থেকে বেরিয়ে এল আবার সেই সোনার বাংলার স্লোগান। আগেও দিয়েছে। আবার এইবার। প্রশ্ন হল, সোনার বাংলা গড়ার আগে কেন সোনার ত্রিপুরা, সোনার উত্তরপ্রদেশ, সোনার মহারাষ্ট্র গড়া গেল না? সেখানে তো তাদেরই সরকার। আসলে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিটি ভোটের আগে বিজেপির পরিযায়ী নেতারা আসেন এবং মিথ্যাচারের স্বপ্ন দেখান। মানুষ এই শ্রেণির রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলের চরিত্র বুঝে গিয়েছে। বাংলার ভরসা দিদিতেই।

e-mail থেকে চিঠি

উত্তরটা দিয়ে যাবেন অমিত শাহ

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ২০২০ সালের দুর্গাপুজোয় বাঙালির প্রতি উথলে ওঠা দরদে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সল্টলেকে একটি হল ভাড়া করে মহাধুমধামের সাথে দুর্গাপুজো শুরু করে। অমিত শাহ এসেছিলেন উদ্বোধন করতে। সারা রাজ্যের বিজেপি নেতা কর্মীদের চাঁদের হাট বসেছিল সল্টলেকে পুজোর চারদিন। দিল্লি থেকে অনেক বড় মেজো সেজো বিজেপি নেতারা এসে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ধুনুচিনাচ নেচে, পাত পেড়ে ভোগ খেয়ে নিজেদের বাঙালিপ্রেমী প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তাদের সেই বাংলা ও বাঙালি প্রেম একেবারে উবে গেল নিমেষের মধ্যে! ২০২১ ও ২০২২ সালে ফাঁকা মণ্ডপে নেতাহীন জৌলুসহীন কোনও মতে নমঃ নমঃ করে সেই পুজো হলেও, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় সেই পুজো। গোবলয়ের উৎসব রামনবমী নিয়ে শুভেন্দুর মতন তৃতীয় সন্তানেরা গোবদে আনন্দে মাতলেও কেনও রাজ্য বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গা পুজো বন্ধ হয়ে গেলো তা নিয়ে কোনও হা-হুতাশ বা অনুশোচনা বা প্রশ্ন এদের মনে জাগেনি এই দুই বছর, কারণ এরা তো এখন আর বাঙালি নন, গোবলয়ের উচ্ছিষ্টভোগী দাসানুদাস।

সামনের বছর আবার বাংলায় ভোট, তাই এবছর আবার বাঙালিকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় বিজেপির বন্ধ হওয়া পুজো হচ্ছে, আবার অমিত শাহ আসছেন উদ্বোধন করতে, আবার লাইন পড়বে দিল্লির বিজেপি নেতাদের বাঙালি সাজার প্রতিযোগিতায় আর বঙ্গের তৃতীয় সন্তানেরা ধন্য-ধন্য করে উঠবে।

কিন্তু অমিত শাহ এবার সেজেগুজে মায়ের মূর্তির উদ্বোধন করার সময় মায়ের দিকে তাকিয়ে কী জবাব দেবেন কেনও গত দুবছর এই পুজো বন্ধ ছিল?? কেনও তিনি ২০২১ ও ২০২২-এ এই পুজোর উদ্বোধন করতে আসেননি?? কেন প্রতিবছর এই রাজ্যের বিজেপি নেতারা মহাসমারোহে রামনবমী পালন করলেও দুর্গাপুজোর আয়োজন বন্ধ করে দিয়েছিলেন?? কেনো শুধু ভোট আসলেই দুর্গাপুজো আয়োজনের কথা আপনাদের মনে পড়ে?? দম থাকলে উত্তর দিয়ে যাবেন।

—শ্রীপর্ণা রায়, কাউন্সিলর ৬নং ওয়ার্ড, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আমরা রুখেছি, রুখছি, রুখব বিপর্যয় ব্যর্থতার ইতিহাস মুছে লিখব জীবনের জয়

অতই সহজ বাঙালিকে মেরে ফেলা! বাংলার পায়ে রাত্রি চক্র ঘোরে। আমরা এসেছি বাম জমানার পর। আমরা এসেছি হার্মাদ যুগ পার করে। বানভাসির আসল জলছবি স্মৃতির কোষ থেকে তুলে ধরছেন, রাম-বাম-কং-দের সামনে আয়না ধরছেন **চিরঞ্জিৎ সাহা**

কারোর সর্বনাশ, তো কারার পৌষমাস। — বহু ব্যবহারে ক্লিশে হয়ে যাওয়া এই আপ্তবাক্য আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে উৎসবমুখর এই বাংলার শারদীয়ার মরশুমে। প্রকৃতি সর্বশক্তিমান। মানুষ তার সামনে পরাভূত হয়েছে বারংবার। কিন্তু প্রকৃতির রোষানলে পর্যদুস্ত হওয়ার পরও জেদ, প্রত্যয়, পরিশ্রম ও মানবসেবার সংকল্প নিয়ে ফিনিক্স পাখির মতো যারা ঘুরে দাঁড়ায়, তারাই প্রকৃত যোদ্ধা। বিদ্রুপের শাণিত বাণকে দৃঢ় পায়ে মাড়িয়ে যারা সুরক্ষার ইমারত গড়তে পারে, ইতিহাস গল্প বলে তাদেরই। অপরদিকে ব্যঙ্গের সিঁড়ি ধরে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকা খুঁতধরা বুড়োরা জনমননে অবলুপ্ত হতে হতে কখন যে পৌঁছে যায় মহাশূন্যে, বুঝে উঠতে পারে না তারা নিজেরাও।

গত তেইশে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে কল্লোলিনী কলকাতা প্রত্যক্ষ করেছে তার ইতিহাসের অন্যতম আকস্মিক প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়কে। মাত্র ছয় ঘণ্টায় আড়াইশো মিলিমিটার বৃষ্টি! তাও আবার মধ্যরাতে! মেঘভাঙা বর্ষণে অভ্যস্ত উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলেই যেখানে এমন দুর্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পরিকাঠামো অমিল, সেখানে অনভ্যস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা তো কোন ছার! শুধুমাত্র উন্নয়ন ও তৎপরতা দিয়েই যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বশীভূত করা যেত, তাহলে বিশ্বের প্রযুক্তি ও কারিগরিবিদ্যার অন্যতম আঁতুড়ঘর জাপান ২০১১-এর ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে যেত না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব ও আন্তরিকতায় পশ্চিমবঙ্গকে আমরা ধ্বংসস্তূপের ওপরেই ঘুরে দাঁড়াতে দেখেছি বারংবার। আমফানের ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে টাটকা এখনও। করোনাকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই সুপার সাইক্লোনে কার্যত তছনছ হয়ে গেছিল গোটা বাংলা। ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতিকে সামাল দিয়ে আবারও স্বমহিমায় ফিরে এসেছে বাংলার অর্থনীতি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে রুখে দেওয়া মানুষের সাধ্যের বাইরে হলেও দুর্যোগ-পরবর্তী ছন্নছাড়া ধ্বংসস্তূপে সৃষ্টির চারাগাছ লালনের মধ্যে দিয়েই পরীক্ষিত হয় ক্ষমতাসীন সরকারের কার্যকারিতা আর সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি সফল।

রাজনীতির লাল-গেরুয়া চশমা খুলে যুক্তির মন্থনে যে প্রকৃত সত্য উঠে আসে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বৃষ্টির গড় হিসাব করা হয় SRRG (Self-Recording Rain Gauge) বা অটোমেটিক রেইন গেজ থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় (Hourly) ডেটা নিয়ে । প্রতিটি ঘণ্টার মোট বৃষ্টিপাত (মিমি/ঘণ্টা) যোগ করে দিনের, মাসের বা মৌসুমের গড় Hourly Rainfall বের করি আমরা। গড় = (মোট বৃষ্টিপাত ঘণ্টার সংখ্যা)। শহরের নিকাশি ব্যবস্থার নকশা করা হয় শুধুই গড় বৃষ্টিপাতের হিসেব করে নয়। সাধারণত Return Period Rainfall ব্যবহার করে । যেমন— '১০ বছরে একবার' বা '২৫ বছরে একবার' যে ধরনের ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়, সেটাকে মাথায় রেখেই। যেমন, কলকাতার মতো শহরের নিরিখে ২৫ মিমি/ঘণ্টা বৃষ্টি আয়ত্তের বাইরে থাকা High-Intensity Rainfall। কাজেই এবার ধরুন ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৮০ মিমি এর বেশি বৃষ্টি হচ্ছে , তাহলে গ্রিক গড পোসেইডন এলেও ড্রেনেজ সিস্টেম ভেঙে পড়া আটকাতে পারবেন না। ভারতীয় শহরে সাধারণত আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থার নকশা করা হয় ২৫ মিমি/ঘণ্টা থেকে ৫০ মিমি/ঘণ্টা বৃষ্টির জন্য। প্রযুক্তির দিক থেকে খুব উন্নত দেশগুলিতে সেটা হয় ৭৫-১০০ মিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত। কাজেই কলকাতার মত শহরে ৫০ মিমি/ঘণ্টা এই হারে ২-৩ ঘণ্টার বৃষ্টিপাত মানে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ারই কথা। অপরদিকে, কলকাতার মতন ঘিঞ্জি শহরে সমস্ত ড্রেনেজ আর সুয়েজ ব্যবস্থাকে রাতারাতি বদলে ফেলে পুনর্নবীকরণ করতে গেলে জনজীবন স্তব্ধ

রাখতে হবে বহুদিন। যার দোষ এসে পড়বে সরকারের ঘাড়েই। সাথে প্লাস্টিক আর পলিথিনের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পিছ-পা হয় না অবিবেচক বিরোধীরা।

বাম আমল থেকেই কলকাতায় বিদ্যুৎ পরিষেবার দায়িত্ব একটি বেসরকারি সংস্থার হাতে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণজনিত গাফিলতিতেই বৃষ্টি পরবর্তী কলকাতায় গত মঙ্গলবার বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন মানুষের। সেই সংস্থাকে কড়া বার্তাও দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে। কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকারের পূজারী বিজেপি এটা ভুলে গেছে যে কোনওরকম মেঘভাঙা বৃষ্টি ছাড়াই সামান্য রাস্তার জমা জলে গত পরশু বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বেলিয়ার দুই কিশোরী বোনকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ঘটনা নিয়ে কিন্তু কোনও রক্তের রাজনীতি করেনি, উপরন্তু ওই দুই বোনের সুস্থতা কামনা করেছে মা দুর্গার কাছে। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিনে মাত্র ১৬৭ মিলিমিটার বৃষ্টিতেই মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের আমলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এই কলকাতাতেই মারা গিয়েছিলেন ১৫ জন। জল জমার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলেই মাথায় আসে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বর্ষার দমদম নিয়ে লেখা সেই বিখ্যাত কবিতা —

"রিক্সা ডুবেছে আর ট্যাক্সি অচল
রাস্তায় দাঁড়িয়েছে এক গলা জল।
চাকাওলা যাবতীয় বাহন বেকার,
এমন কি ভ্যাবাচ্যাকা ডাবল ডেকার।
কলকল খলখল জল ছুটে যায়
শ্যামবাজারের থেকে ধর্মতলায়।
এই নাকি কলকাতা? আরে দূর দূর!
এযে দেখি সুতানুটি গোবিন্দপুর।"

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ছোট বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমরা আগেও দেখেছি। কিন্তু ফিরহাদ হাকিমের মতো করে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে কোনও দিন হাঁটু জলে হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে দমকল কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহরবাসীর পরিত্রাণের চেষ্টা করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। স্মৃতির সরণি ধরে চিরুনি তল্লাশি চালালেও স্বর্গীয় জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ধুতি কলকাতার জমা জলে ভেজার কথা মনে পড়ে না কিছুতেই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী, ব্যতিক্রমী তার সহমর্মিতা। মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই তিনি হয়ে উঠেছেন এই বাংলার ঘরের মেয়ে। বিপর্যয় আগেও এসেছে,ভবিষ্যতেও আসবে। কিন্তু এই বাংলার বিরোধীরা আজ তৃণমূলকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে কোথাও যেন দুর্যোগকামী হয়ে উঠেছেন। বাংলার অমঙ্গলের আরাধনা চলছে বিরোধী দলগুলির সদর দফতরে। গঠনাত্মক বিরোধিতা ভুলে আজ তারা মেতেছে মানবিকতার ধ্বংসলীলায়। তাই রামমোহন সম্মিলনীর কুণাল ঘোষের মতো করে কোনও বাম নেতাকে দেখা যায়নি টানা বারোঘণ্টা জলের মধ্যে বসে থেকে এলাকার সাধারণ মানুষ ছাড়াও বাইরে থেকে আসা মণ্ডপশিল্পীদের খাবার জোগানের তত্ত্বাবধান করতে। বাংলা তথা বাঙালির ঘোর বিরোধী বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে ব্যঙ্গ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো উদ্বোধনের সময়কালকে। শাস্ত্রমতে, পুজো শুরু করতে পারেন কেবলমাত্র পুরোহিত। কাজেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো নয়, মণ্ডপের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ষষ্ঠীর আগেই তৃতীয়াতে মুর্শিদাবাদের লালবাগে নিজেই পুজো উদ্বোধন করে এসেছেন হিপোক্রিট হাম্পিং ডাম্পিং অধিকারী। আর বাঙালি উমাকে মনে করে নিজেদের ঘরের মেয়ে। এই বাংলার পুজোয় প্রাধান্য পায় হৃদ্যতা। মেয়েটাকে দু-দিন আগে বাপের ঘরে আনতে বাংলা সমস্ত মায়েরাই অশ্রুসজল চোখে চেয়ে থাকে। অবশ্য এ আবেগ বঙ্গবিরোধী বিজেপির অনুধাবনের বাইরে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে পুজোর পুতুল বিক্রেতা, এগরোলের দোকানদার, খেলনা বিক্রেতা, ঘুগনি মাসি, দোলনা কাকু সর্বোপরি মৃৎশিল্পীদের চোখের জল ও বৃষ্টিকে এক পাল্লায় মেপে ফেলেছে রাজনৈতিক চিল-শকুনকুল।

কিন্তু মা যে সর্বজ্ঞ। এই বাংলাকে বাঁচাতে আরেক মায়ের সংকল্প ও আত্মত্যাগ তার দৃষ্টি এড়ায় না। কলকাতার বেশিরভাগ অঞ্চল থেকেই দশঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যেই তাই বৃষ্টির জমা জল নামানো সম্ভব হয়েছে। আজ কলকাতার রাজপথ স্বাভাবিক। আসলে বাংলার মমতাময়ী মা আন্তরিক, তাই বিশ্বজননী মহামায়া দু-হাত ভরা আশীর্বাদ নিয়ে সবসময় তাঁর পাশে আছেন।

জন্মদিবসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা অভিষেকের

সোনার বাংলা! শাহ মিথ্যাচার বন্ধ করুন

প্রতিবেদন : 'সুনার বঙ্গাল' থেকে 'সোনার বাংলা'— মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়িয়েই চলেছে বিজেপি। ২০২১-'২৪-এর পর ২০২৫— বাংলাকে ভাতে মেরে সেই বাংলা দখলের স্বপ্নে বুঁদ বিজেপি ভুলে গিয়েছে এই বাংলার মানুষ ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আবারও দেবে। কিন্তু বিজেপি বুঝলে তো! তাই অমিত শাহ কলকাতায় এসে সেই একই বুলি আউড়ে গেলেন। একটা সময় এরাই বলত বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। তারাই এখন আসছেন পুজো উদ্বোধন করতে! বিদ্যাসাগরের ২০৫তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র কটাক্ষে বলেন, উনি সোনার বাংলা গড়ার কথা বলছেন, ভাল— কিন্তু তার আগে বলুন, যে-সব জায়গায় বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেইসব রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাত, ত্রিপুরা, অসম সোনার হল না কেন? কেন সেখানে ব্রিজ ভেঙে যায়, রাস্তা ধসে পড়ে? একই সঙ্গে তিনি ফের বাংলার বকেয়ার দাবি তোলেন। বলেন, সোনার বাংলা গড়ার আগে বাংলার বকেয়া যে ২ লাখ কোটি টাকা আটকে রেখেছেন তা কবে ছাড়বেন সেই জবাব দিন। কোন খাতে কেন ওই টাকা আটকে রেখেছেন? যদি অমিত শাহ বলেন, আমি মিথ্যে কথা বলছি তাহলে তিনি বলুন, তিনি কখন কোন চ্যানেলে বসতে চান, আমি ডকুমেন্ট নিয়ে সেখানে পৌঁছে যাব।

এর পরই বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির উদাহরণ তুলে অভিষেক বলেন, কিছুদিন আগে বিহারে রাস্তা ধসে গেল, কই সোনার বিহার তো বানাতে পারেনি! গুজরাত, মহারাষ্ট্রে প্রতিদিন ব্রিজ ভেঙে যাচ্ছে। সেখানে তো সোনার গুজরাত, সোনার মহারাষ্ট্র তৈরি হল না। বাংলা থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে আপনারা উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্রে খরচ করছেন। কিন্তু সেইসব জায়গা তো সোনার উত্তরপ্রদেশ, সোনার বিহার, সোনার অসম হল না। এরই সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের দাবিকে নিশানা করে অভিষেক বলেন, যেসব রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে আগে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করে দেখান! সেখানে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় নেই। তবে সেখানে মহিলাদের এই প্রকল্প শুরু করতে পারলেন না কেন?

মণ্ডপ উদ্বোধনে শাহই প্রমাণ দিলেন বাংলায় হয় দুর্গাপুজো

প্রতিবেদন : বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না! বলেছিলেন এই অমিত শাহরাই। এখন তিনিই কলকাতায় এসে পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শাহকে নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পাঁচ বছর আগে এঁরাই বলতেন বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না, তাঁরাই এসে মণ্ডপ উদ্বোধন করছেন। পরস্পরবিরোধী ক্রিয়াকলাপ এঁদের।

শুক্রবার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে অভিষেক বলেন, মনে রাখতে হবে, তৃণমূল আমলেই ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো। অন্য কোনও কর্মকাণ্ড বিজেপি সরকারের আমলে স্বীকৃতি পায়নি। বিজেপি নেতাদের তুলোধনা করে তিনি বলেন, কয়েক বছর আগে এই কলেজে হামলার ঘটনায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। আজ সেই ভাঙা মূর্তিতেই মাল্যদান করেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। বলেন, ১০ মিনিট দূরেই পুজো উদ্বোধন করে গেলেন অমিত শাহ। ওঁদের বিবেক বোধ নেই, উচিত ছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে যাওয়া।

বাংলার উইল পাওয়ারও দেখুন

বিরোধীদের মোক্ষম জবাব অভিষেকের

প্রতিবেদন : একরাতে তিন ঘণ্টায় ৩৯ বছরের রেকর্ড বৃষ্টি। তার জেরে জলমগ্ন হয় কলকাতা। পরদিন সাত ঘণ্টায় সেই জল সরিয়ে কলকাতা পুরসভা ও রাজ্য প্রশাসন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তারপরও বিরোধীদের সমালোচনা। এবার বিরোধী বাম-বিজেপিকে মোক্ষম জবাব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, সব কিছুতেই রাজনীতি দেখবেন! বাংলার উইল পাওয়ারও দেখুন। অভিষেক বলেন, আমাদের রাজ্যকে বকেয়া টাকা না দিয়ে সেই টাকা নিজেদের রাজ্যে কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের এখানে তিন ঘণ্টায় ৩০০ মিমি বৃষ্টি হয়েছিল। কিছু অসুবিধা তো হবেই। রাস্তায় কোমর সমান জল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনি ওই রাস্তা দিয়েই হেঁটে এসেছেন। কেউ গাড়িতে এসেছেন, কেউ বাসে। এরপর অমিত শাহকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, জল দ্রুত না নামালে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অমিত শাহজি কি এদিক-ওদিক ঘুরতে পারতেন? এ বিষয়টা প্রমাণ করে সরকারের যদি কাজ করার মানসিকতা থাকে তাহলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। আমাদের সরকার সেটা করে দেখিয়েছে। তোমরা যতই আটকানোর চেষ্টা করো, কিন্তু আমরা কাজ করব এবং প্রত্যেকটা নির্বাচনই জিতে দেখাব।

১

২

৩

৪

■ বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে শ্রদ্ধা— (১) কলেজ স্কোয়্যারে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। (২) বিধানসভায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। (৩) কলেজ স্কোয়্যারে মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম। (৪) বিধানসভায় পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

দুর্বার মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির পুজো সোনাগাছিতে

■ টালিগঞ্জ নেতাজি নগর নাগরিকবৃন্দের পুজোর সূচনা করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মহিলা পরিচালিত এই পুজোর মণ্ডপ দিঘার জগন্নাথধামের আদলে।

■ বেলেঘাটা পল্লি উন্নয়ন সমিতির পুজোয় প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ।

■ শিবমন্দির পুজো কমিটির ‘জয় বাংলা’ অনুষ্ঠানে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়।

■ রাজপুর ময়রাপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব। উদ্বোধনে রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী, আহ্বায়ক পিন্টু সরকার প্রমুখ।

জিএসটি সংস্কারে বাংলার অবদান

জিএসটি হ্রাসের সুবিধা সাধারণ মানুষ লাভ করুন। আমি সকল ব্যবসায়ীকে অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন এই সুবিধা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা : বাংলাই প্রথম রাজ্য, যারা স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার প্রিমিয়ামে সম্পূর্ণ জিএসটি ছাড় দাবি করে এসেছে (আগস্ট ২০২৪ থেকে)। অবশেষে জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হল।

শক্তিশালী কৃষক : সারের উপকরণ, চাষের যন্ত্রপাতি ও কৃষিতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাঁচামালের উপর জিএসটি ছাড়ের জন্য বাংলা বরাবর লড়াই করে এসেছে, যার পরিণামে অবশেষে এই সকল সামগ্রীতে জিএসটি হার ১২ এবং ১৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার : জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস কেন্দু পাতার উপর জিএসটি কমানোর জন্য বাংলার দাবিকে মান্যতা দিয়ে অবশেষে জিএসটি হার ১৮ থেকে মাত্র ৫ শতাংশ করা হল।

হস্তশিল্পে জীবনীশক্তি সঞ্চার : দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে হস্তশিল্প ক্ষেত্রে জিএসটি হার যুক্তিসংগত করার পক্ষে বাংলার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই অবশেষে ফলপ্রসূ হল। জিএসটি ১২ থেকে কমিয়ে মাত্র ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

টেক্সটাইল, পোশাক ও জুতো সাশ্রয়ী হল : সাধারণ মানুষের স্বার্থে টেক্সটাইল সামগ্রী, কমদামের পোশাক ও জুতোর উপর জিএসটি হার কমানোর জন্য বাংলার দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বিভিন্ন টেক্সটাইল পণ্য, ২৫০০ টাকার কম দামের পোশাক ও জুতোর উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হল। এতে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে।

সকলের জন্য বাড়ি : বাংলার সক্রিয় উদ্যোগে সিমেন্টের উপর জিএসটি হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে, ফলে বাড়ি নির্মাণের খরচ অনেকটা কমবে। এর দরুন ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলি-সহ সকল মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নিজের বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মধ্যবিত্ত জীবনের সুরাহা : টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি সুষ্ঠু মর্যাদাপূর্ণ জীবনধারণের উপকরণ। বাংলার সমর্থনে এই ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীতে জিএসটি-র হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে।

ব্যবসার স্বার্থে সহজীকরণ : আইন সংক্রান্ত কমিটি ও ফিটমেন্ট কমিটিতে সক্রিয় অবদানের মাধ্যমে বাংলা সাধারণ ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের জন্য নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আদায় করতে পেরেছে। ১) অপেক্ষাকৃত সরল ও দ্রুত রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। ২) দ্রুততর রিফান্ড ব্যবস্থা ইত্যাদি।

জিএসটি কীসে কত কমল (শতাংশে)

- স্বাস্থ্য ও জীবন বিমার প্রিমিয়াম ১৮ থেকে ০
- খাতা, পেন্সিল, রং পেন্সিল, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি ১২ থেকে ০
- জাম, জেলি, মার্মালেড ইত্যাদি ১২ থেকে ৫
- সস, কারি পেস্ট, মেয়োনিজ ইত্যাদি ১২ থেকে ৫
- ঘি, মাখন, চিজ, প্যাকেটের নোনতা ও ভুজিয়া ১২ থেকে ৫
- বাসনপত্র ১২ থেকে ৫
- সেলাই মেশিন ও পার্টস ১২ থেকে ৫
- ছাতা, বাইসাইকেল ও পার্টস ১২ থেকে ৫
- টেক্সটাইল ও জুতো ১২ থেকে ৫
- প্রসাধনসামগ্রী যেমন পাউডার, চুলের তেল, শ্যাম্পু, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ, শেভিং ক্রিম ইত্যাদি ১৮ থেকে ৫
- হস্তশিল্প ১২ থেকে ৫
- কৃষিযন্ত্রপাতি, সারের উপকরণ ও কৃষির অন্যান্য কাঁচামাল ১২/১৮ থেকে ৫
- ট্রাক্টর ও পার্টস ১২/১৮ থেকে ৫
- কেন্দু পাতা ১৮ থেকে ৫
- টিভি, এয়ার কন্ডিশনার, ডিশ ওয়াশার, ছোট গাড়ি, তিন চাকার গাড়ি ২৮ থেকে ১৮
- সিমেন্ট ২৮ থেকে ১৮

নতুন নিম্নচাপে ভারী বর্ষণ পুজোয়

প্রতিবেদন: আবার নতুন নিম্নচাপের চোখরাঙানি। বৃষ্টি চলবে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত। এতদিন হাওয়া অফিস জানিয়েছিল দক্ষিণের জেলাতেই পুজোয় বৃষ্টি চলবে। তবে বঙ্গোপসাগরের নতুন ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ইতিমধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। যার জেরে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাহাড় থেকে সমতল ভাসবে বৃষ্টিতে। ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেলেদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

উপাচার্য মামলা

প্রতিবেদন : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জোর তরজা। সার্চ কমিটির দেওয়া ১২টি নামের তালিকার চারটি নামে আপত্তি রাজ্যপালের। তিনটি নামে আপত্তি রয়েছে রাজ্যের। উভয়পক্ষকে আপত্তির কারণ লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ অক্টোবর।

উদ্যোগ পুলিশের, পুজো পরিক্রমায় প্রবীণ-প্রবীণারা

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোকে ঘিরে উৎসবের জোয়ার বাংলায়। সেই উৎসবে যাঁরা পা মেলাতে পারেন না, সেই প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের মুখেও হাসি ফোটাতে চতুর্থীর সকালে এক অন্য ছবি তুলে ধরল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার সকালে কলকাতা পুলিশের তত্ত্বাবধানে শহরের একাধিক জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখলেন মোট ৪২০ জন প্রবীণ নাগরিক এবং ২৩০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও কিশোর-কিশোরী। পুলিশের তরফে এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘বিশেষ পরিক্রমা’। সকাল থেকেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে ২২টি বিশেষ বাসযাত্রা শুরু করে একের পর এক নামী পুজোমণ্ডপে। প্রতিটি বাসে উপস্থিত ছিলেন পুলিশকর্মীরা। যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তিনি নিজে হাতে প্রত্যেককে দেন একটি করে ফুল, খোঁজ নেন তাঁদের স্বাস্থ্যের, জানান শুভেচ্ছা। মনোজ ভার্মা বলেন, দুর্গাপুজো বাঙালির হৃদয়ের উৎসব। তাই যাঁরা ভিড়ের জন্য মণ্ডপ দেখতে পারেন না, তাঁদের কাছে পুজোর আনন্দ পৌঁছে দিতে প্রতি বছরই আমরা এই ‘বিশেষ পরিক্রমা’র আয়োজন করি। এটা আমাদের কর্তব্য নয়, আমাদের পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার— সবকিছুই ছিল বিনামূল্যে।

■ **সল্টলেকের বি কে ব্লকে ৩৯তম সার্বজনীন দুর্গাপুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন বিধান নগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। এখানে উপস্থিত ছিলেন পুজোর উদ্যোক্তারা এবং ব্লকের সকল আবাসিকবৃন্দ।**

বৃষ্টি উপেক্ষা করে চতুর্থীতে প্যান্ডেল হপিং জনতার ঢল

প্রতিবেদন : নিম্নচাপ-কাঁটায় বিদ্ধ বাংলার আকাশ। পরপর নিম্নচাপের প্রত্যাঘাতে সারা পুজো জুড়েই চলবে বৃষ্টি অসুরের দাপাদাপি। কিন্তু বৃষ্টি-অসুরের চোখরাঙানি উপেক্ষা করেই শারদোৎসবে মেতেছে বাঙালি। শুক্রবার, চতুর্থীর সকালেও দফায় দফায় আকাশ কালো করে ঝোড়ো বৃষ্টি নামে কলকাতা ও শহরতলিতে। কিন্তু বিকেল থেকেই জনতার ঢল নামে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণের পুজো পরিক্রমায়। রাত যত বাড়ছে, ততই ভিড় বাড়ছে শ্রীভূমি স্পোর্টিং থেকে সুরুচির প্যান্ডেলে। শহর জুড়ে আলোর রোশনাইয়ে ভেসে পুজো পরিক্রমা শুরু বাঙালির। শুরুতেই বাগবাজার সর্বজনীনে ঢুঁ মেরে ঠাকুর দেখার ফিতে কাটল আট থেকে আশি। সকলের মুখেই এক কথা, বাগবাজারে মায়ের রূপ না দেখে পুজোয় ঠাকুর দেখা শুরু করার কথা ভাবাই যায় না। কিন্তু এরই মধ্যে দেশপ্রিয় পার্কের পুজো-মণ্ডপ দর্শন বন্ধ করে দেওয়া হয়। চতুর্থীর সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এদিনের মতো দর্শনার্থীদের জন্য প্যান্ডেল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জেলার বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মোট ৪৩০টি মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল মালদহ জেলা পুলিশ। দীর্ঘ অনুসন্ধান ও ট্র্যাকিংয়ের পর এই ফোনগুলি উদ্ধার করা হয়

বিদ্যাসাগর স্মরণে

■ মালদহ জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দফতরের উদ্যোগে শুক্রবার উদযাপিত হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী। ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস-সহ বিশিষ্টরা। পরে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় বিদ্যাসাগরের শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও নারীশিক্ষা আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ করা হয়।

বহুতলে আগুন

■ চতুর্থীর দুপুরে শিলিগুড়ির বহুতলে আগুন। পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লি দুধ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। মুহূর্তে ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। দমকলের তৎপরতায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন। আসল কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল।

পুজোর উদ্বোধন

■ রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোর উদ্বোধন হল শুক্রবার। ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, উপ-পুরপ্রশাসক অরিন্দম সরকার, নয়ন দাস, শিল্পী দাস, প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য সাধন বর্মন ও প্রদীপ কল্যাণী, উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি অমিত সরকার প্রমুখ।

ধৃত পাচারকারী

■ বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে এক ভুটানি নাগরিকের তিন বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আলিপুরদুয়ার আদালত। আদালতের এই নির্দেশে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান বন্যপ্রাণী-সংক্রান্ত অপরাধ দমনে আরও একটি বড় সাফল্য পেল। এই মামলায় পাচারকারীকে দ্রুততম সাজার নজির গড়ল জলদাপাড়া বন দফতর। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীদের একটি বিশেষ দল গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভুটানের বাসিন্দা দেওবাহাদুর লিম্বু (৪৮)-কে গ্রেফতার করেছিল।

রেফার নয়, হাসপাতালেই পরিকাঠামো তৈরি করে জটিল অস্ত্রোপচার, সুস্থ রোগী

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: নজির গড়ল জেলা হাসপাতাল। জরুরি ভিত্তিতে পরিকাঠামো তৈরি করে হল জটিল অস্ত্রোপচার। নতুন জীবন পেল মাদারিহাটের কিশোরী। মাদারিহাট ব্লকের নাঙডালা চা-বাগানের এক বয়স আঠারোর কিশোরী পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে জখম হয়। এরপর তাকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর, জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে এক্সরে করার পর আরিয়ানার পেলভিস ফ্র্যাকচার ধরা পড়ে। কোমরের হাড় এমন ভাবে ভেঙেছে যে সে চলাফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এরপর জেলা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ শুভেন্দু সিকদার রোগীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ওই অপারেশনের পরিকাঠামো জেলা হাসপাতালে ছিল না। কিন্তু হাসপাতাল সুপারকে বিষয়টি জানানোর পর সুপার তাঁকে অপারেশনের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এবং যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন ছিল সেগুলো বাইরে থেকে আনবার ব্যবস্থা করেন। নির্বিঘ্নে অপারেশন শেষ করার মাত্র দশ দিনের মাথায় ওই কিশোরী নিজের পায়ে হেঁটে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে যায়। যদিও ডাক্তারবাবু বলেছিলেন এই সমস্ত ঘটনায় মাসখানেক সময় লাগে হাঁটাচলা শুরু করতে। কিন্তু কিশোরীটি দশ দিনেই হাঁটতে শুরু করে দেয়। যে অপারেশন করতে বাইরে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা প্রয়োজন ছিল, সেই অপারেশন জেলা হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হল। পুজোর আগে ঘরের মেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরায় খুশি পরিবারের সবাই।

■ চিকিৎসায় সুস্থ আরিয়ানা ধন্যবাদ জানাল চিকিৎসকদের।

সুষ্ঠুভাবে উৎসব উদযাপনে প্রশাসনের একগুচ্ছ উদ্যোগ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দুর্গোৎসবকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবছর জেলায় মোট ৮৯১টি দুর্গাপুজো হচ্ছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য জেলার চারটি পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকার মোট ৬৫টি নির্দিষ্ট ঘাট চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বাইরে কোনও ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যাবে না। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি বিসর্জন ঘাট সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে। ঘাটের পরিধি অনুযায়ী ৪ থেকে ১০টি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। এসব ক্যামেরায় নজরদারি চালাবেন স্থানীয় থানা, বিডিও, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীরা। ল্যাপটপ ও মোবাইলের মাধ্যমে সরাসরি এই নজরদারি করা হবে। জেলাশাসক শামা পারভিন জানিয়েছেন, কারা কোন ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দেবে, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রতিটি পুজো কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘাটের প্রবেশমুখ থেকে বিসর্জন স্থল পর্যন্ত সবকিছু সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারিতে রাখা হবে। কাউকেই নদীতে নামতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ৬৫টি বিসর্জন ঘাটের মধ্যে ৫০টি ঘাটকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ডুয়ার্সের ২৫টি ঘাট রয়েছে। পাহাড়ি নদীর সংযোগ থাকায় এসব এলাকায় হড়পা বান আসার আশঙ্কা বেশি। বিশেষ করে মাল নদী, বানারহাট, মেটেলি ও নাগরাকাটার একাধিক নদীকে বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কী কী ব্যবস্থা

- মণ্ডপগুলিতে নিরাপত্তা
- থাকবে পর্যাপ্ত সিসিটিভি
- জরুরি পরিষেবার জন্য হেল্পলাইন
- বিসর্জনের ঘাটের ব্যবস্থা
- ৫০টি ঘাট বিপজ্জনক চিহ্নিত
- ঘাটগুলিতে বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা
- মহিলাদের জন্য থাকছে পিঙ্ক পুলিশ

মুখ্যমন্ত্রীকে নকল করেও মানুষের মন জয়ে ব্যর্থ বিজেপি

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: বাংলার মানুষের মন জয় করতে কী করা উচিত? এই ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর নকল করে তাই এগোনোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ। এই পথ ধরতে গিয়ে প্রথমে পুজোর অনুদান এবার বিজেপির হাফ মন্ত্রী বালুরঘাটে পুজো কার্নিভালে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তাতে লাভের জায়গায় সামোলাচনার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, সাধারণ মানুষও বলছেন, বাংলার মানুষ একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে ভরসা করেন তা টের পেয়েছে বিজেপি এবং তাদের দলের নেতারা। তাই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে নকল করতে নেমেছেন। তবে এভাবে পুরস্কার ঘোষণা আর অনুদানে মানুষের মন জয় করা যায় না, উন্নয়ন করতে হয়। পৌঁছে যেতে হয় মানুষের কাছে। বিপদের দিনে পাশে থাকতে হয় যার কোনওটাই বিজেপির নেতারা করেন না। তাঁরা রাজ্যে ভোটাপাখি নামেই পরিচিত। হাফমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ঘোষণাকে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তিনি বলেন বাংলার মানুষের একমাত্র অভিভাবক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পকসো মামলায় একবছরের মধ্যে সাজা ঘোষণা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দ্রুত চার্জশিট পেশ করেছিল পুলিশ। পকসো মামলায় মাত্র এক বছরের মধ্যেই দৃষ্টান্তমূলক রায় ঘোষণা করল। জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার অধীনে অভিযুক্ত আজিদার রহমানকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ভুক্তভোগী শিশুর জন্য ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের এডিজে দ্বিতীয় আদালত। গত বছরের ৩ অক্টোবর জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের ডিংপাড়ায় ৯ বছরের বালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে আজিদার বিরুদ্ধে। নিযাতিতার বাবা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কোতয়ালি থানায়। পকসো আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়। মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন লেডি সাব-ইন্সপেক্টর উপাসনা গুরুং। শুক্রবার আদালতের রায়ে অভিযুক্তকে কঠোর শাস্তি ঘোষণা হয়।

আলোর পথে দেখা হবে জোনাকিদের সাথে

রৌনক কুণ্ডু ● কোচবিহার

অন্ধকারে মিট-মিট করে জ্বলছে জোনাকিরা। কিচ-কিচ আওয়াজে ফিরে পাওয়া গ্রামবাংলা। পুরনো সেই দিনের কথার ঝিলিক। জোনাকিদের আলোর পথ ধরে স্মৃতির পাতায় এভাবেই নিয়ে যাবে কোচবিহারের বাণীতীর্থ ক্লাব। পুজোর মণ্ডপ এভাবেই সাজিয়ে তারা। জোনাকিদের ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ জুড়ে। মণ্ডপ সেজে উঠেছে পাটকাঠি, কাপড় নানা রঙের কাগজ ও রঙিন সুতো দিয়ে। পুজো উদ্যোক্তাদের এই ভাবনায় ভিড় টানছে বাণীতীর্থ ক্লাব। বাণীতীর্থ ক্লাবের পুজো এবছর ৭৬তম। পুজোর ভাবনা আলোর পথে। মণ্ডপ জুড়ে তুলে ধরা হয়েছে জোনাকি পোকা। রাতের অন্ধকারে ছোট-বড় জোনাকিরা জ্বলছে মণ্ডপে। যদি পুজোয় ঘুরতে ঘুরতে জোনাকিদের দেখা পেতে চান তবে আসতে হবে কোচবিহারের রাজেন তেপথির বাণীতীর্থ ক্লাবে। পুজো উদ্যোক্তা চঞ্চল ঘোষ বলেন, গ্রামাঞ্চলে এখন আর জোনাকি দেখা যায় না। অসংখ্য জোনাকি তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপ-জুড়ে।

গাঁজা উদ্ধার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: দু-ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার হল শিলিগুড়ির রাধারবাড়ি এলাকায়। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ির রাধারবাড়ি এলাকার হোটেল-মালিক দোকান খুলতে এসে দেখেন তাঁর দোকানের পিছনে দুটি স্কুল ব্যাগ ও দুটি বস্তা পড়ে রয়েছে। সেগুলির ভিতরে ছিল বিপুল পরিমাণে গাঁজা। পুলিশ সেই গাঁজা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ব্যাগগুলি কোথা থেকে এল তার খোঁজ শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

27 September, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

৫০ গৃহবধূর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় হচ্ছে অর্থের অভাবে বন্ধ হতে চলা পুজো

সংবাদদাতা, পাত্রসায়ের : বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার ঘোড়াডাঙা মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম। এলাকার কৃষকেরা ২০০০ সালে উদ্যোগ নিয়ে ঘোড়াডাঙা বর্তমান ক্লাববের নামে শুরু করেন সর্বজনীন দুর্গাপুজো। দীর্ঘ ২৪ বছর এলাকার কৃষি পরিবারের চাঁদায় পুজো চালিয়ে এলেও এ বছর ২৫তম বর্ষে অর্থের অভাবে আর পুজো করা সম্ভব হচ্ছিল না। একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে দামোদর তীরবর্তী গ্রামটিতে ডিভিসির ছাড়া জলে কৃষিকাজে ব্যাপক ক্ষতি হয়। স্বাভাবিকভাবেই অর্থের অভাবে এবছর দুর্গা আরাধনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক তখনই দেবী দশভুজা রূপে এলাকার ৫০ জন মহিলা এগিয়ে আসেন গ্রামের দুর্গাপুজো যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য। তাঁরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আশ্বস্ত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি মাসে তাঁদের যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা দেন সেখান থেকেই প্রত্যেকে এক মাসের টাকা ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন। আশার আলো দেখেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। পুনরায় শুরু হয় প্যান্ডেল বাঁধা ও মায়ের মূর্তি গড়ার কাজ। তাই সব বাধা কাটিয়ে ফের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আনন্দে মাতবে, আলোকিত হয়ে উঠবেন প্রত্যন্ত গ্রাম ঘোড়াডাঙা। এলাকার ৫০ জন মহিলাকে দেবীরূপে সম্মান জানাবেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

■ পুজোর আর্থিক সহায়তায় এগিয়ে আসা মহিলারা।

বৃষ্টিতে ভাঙল পুজোর আলোক তোরণ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : শুক্রবার মহাচতুর্থীর দিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে শংকরপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির লাইটের গেট ভেঙে পড়ল। ২৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো কমিটির থিম দিঘার জগন্নাথধাম। ক'দিন অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই চলছে মণ্ডপ নির্মাণের কাজ। তবে বৃষ্টিতে মাটি নরম থাকার দরুন ভেঙে পড়ে লাইটের গেটটি। ফলে চিন্তায় পড়েছেন শংকরপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা।

৬০ মোবাইল, আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ১ পাচারকারী

সংবাদদাতা, সিউড়ি : দুর্গাপুজা উপলক্ষে বীরভূম জেলাজুড়ে চলছে পুলিশের কড়া নাকা চেকিং। আর সেই অভিযানেই পুলিশের জালে পড়ল এক অস্ত্র কারবারি। শুক্রবার আসানসোল থেকে মালদা জেলার কালিয়াচক যাওয়ার পথে বেসরকারি বাসে তল্লাশি চালিয়ে খয়রাশোল থানার পুলিশ বিপুল পরিমাণ দামি মোবাইল ও একটি দেশি পিস্তল এবং দুই রাউন্ড গুলি-সহ সাইদুল শেখকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে খয়রাশোল থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে হায়দরাবাদ থেকে ৬০টি নামী কোম্পানির মোবাইল ফোন কালিয়াচকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এত ফোনের সঙ্গে পিস্তল ও গুলি কী উদ্দেশ্যে সে সঙ্গে রেখেছিল তা নিয়ে খয়রাশোল থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। বীরভূমের পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানান, ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আমরা জানার চেষ্টা করব এই ফোনগুলো কোথায় পাচার করা ছক করেছিল।

পাচারের আগেই বিপুল চোলাই মদ-সহ ধৃত ১

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ওড়িশায় পাচারের আগেই ৩০০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার হল নয়াগ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম থানার ডুমুরিয়া এলাকা থেকে ভালুকবাসা গ্রামের প্রকাশ সিংহকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পিকআপ ভ্যানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ ওড়িশায় পাচার করার চেষ্টা চলছিল। ভ্যানটি পুলিশ আটক করে। গ্রেফতার হয় পাচারকারী প্রকাশ। কোথা থেকে মদ সংগ্রহ করে কোন এলাকায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। দেশি মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

শহিদ পরিবারের সঙ্গে জনসংযোগে তৃণমূল

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : একুশের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম হাতছাড়া হওয়া অন্যতম আফসোসের কারণ তৃণমূলের কাছে। আসন্ন ২৬-এর নির্বাচনে সেই নন্দীগ্রামকে তাই পাখির চোখ করে ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। পুজো উপলক্ষে শহিদ পরিবারের সঙ্গে জনসংযোগ শুরু করতে

■ শহিদ পরিবারের হাতে পুজোর বস্ত্রদান।

মাঠে নেমে পড়ল তৃণমূল। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে পুজোর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি উপহার নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে হাজির হলেন জেলার তৃণমূল নেতারা। কয়েকদিন আগে জেলার নেতাদের নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রুদ্ধদ্বার বৈঠক থেকে দলের নন্দীগ্রাম টার্গেটের কথা প্রকাশ্যে এসেছে। খোদ অভিষেকের নন্দীগ্রামের ওপর বাড়তি নজর রয়েছে। তাই ইতিমধ্যে জেলার অন্যান্য ব্লকের সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হলেও নন্দীগ্রামে তৃণমূলের ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি। কারণ হিসেবে অনেকে মনে করছেন, দেরিতে হলেও নন্দীগ্রামের দায়িত্ব দক্ষ সংগঠককে দিতে চায় রাজ্য তৃণমূল। আগামী ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যাতে তৃণমূলের মাথায় শহিদ পরিবারের আশীর্বাদের হাত থাকে সেই জন্য আগে

নন্দীগ্রাম

থেকেই তাঁদের কাছে পৌঁছে যেতে চাইছে তৃণমূল। শুক্রবার থেকে নন্দীগ্রামের প্রতিটি অঞ্চলে অঞ্চলে শহিদ পরিবার এবং নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় তৃণমূলের মৃত কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব শুরু হয়। শুক্রবার সোনাচূড়া অঞ্চলে সকল শহিদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুহাসিনী কর। প্রত্যেক শহিদ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুজোর উপহার। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও বলা হয় সকলের কাছে। যাকে নির্বাচনের আগে জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা তৃণমূল সভাপতি সুজিত রায় বলেন, আমরা কখনই শহিদ পরিবারের ত্যাগ অস্বীকার করতে পারি না। আমরা শুধু নির্বাচন নয়, সারাবছর ওদের পাশে রয়েছি। বিজেপি ওদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করলেও ওঁরা আমাদের পাশে রয়েছেন।

বিরিয়ানি খেয়ে রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী : পুজোর ছুটি শুরুর প্রাক্কালে একসঙ্গে বিরিয়ানি খেতে বসেন পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের বিএলআরও দফতরের কর্মীরা। কিন্তু মুহূরি সুমন্ত মণ্ডল বিরিয়ানি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে একই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে বর্ধমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি। সুমন্তবাবুর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। কারও ষড়যন্ত্রে বিষ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি পরিবারের তরফ থেকে। তবে কীভাবে বিরিয়ানি খেয়ে এই বিপত্তি ঘটল তার রহস্য উদ্ধারে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রায় ৪৫০ বছরের প্রথা মেনে আজও পুজো হয় গুপ্তমণি মন্দিরে

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রামের গুপ্তমণিকে কেউ বলেন বনদেবী। কেউ বনদুর্গা। এখানে পুজো হয় পাথরে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ নন। শবরদের দুর্গা পুজো পান শবরদের হাতেই। আজ থেকে প্রায় ৪৫০ বছর আগে ঝাড়গ্রামের রাজা রূপনারায়ণ মল্লদেবের রাজত্ব এই সমস্ত এলাকায় বিস্তার করেছিল। তৎকালীন রাজা রাজ্যকে রক্ষায় রাজপ্রাসাদ থেকে বেশ কিছু গুপ্ত রাস্তা বানিয়ে ছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল সুখনিবাসার গুপ্ত রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে একদিন রাজার প্রিয় হাতি গিয়ে সুখনিবাসা পৌঁছায়। রাজা খবর পেয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁর প্রিয় হাতিকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখেন, হাতিটি ঘন অরণ্যের মাঝে লতাপাতা দিয়ে বাঁধা। শত চেষ্টা করেও যে হাতি রাজার কথা শুনত তাকে আর চেনাতে না পেরে রাজা শেষমেশ ফিরে আসেন। সেই রাতেই রাজা রূপনারায়ণ এক দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, রাজার গুপ্ত রাস্তার পাশেই তিনি আছেন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে সেবা করে আসছে সুখনিবাসার বাসিন্দা শবর

পরিবারের নন্দ ভক্তা। তার সঙ্গে রাজা যেন যোগাযোগ করে, তবেই হাতিটি ফিরে পাবেন। কথামতো পরের দিনই রাজা সুখনিবাসা গিয়ে নন্দ ভক্তাকে সব কথা খুলে বলেন। নন্দ ভক্তা জঙ্গলে এসে তুলসী-বেলপাতা-জল দিয়ে মায়ের পুজো করে রাজাকে বলেন, আপনার হাতিকে ডাকুন, কথা শুনবে। তারপর রাজা তার প্রিয় হাতিকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তখন থেকেই এখানে মায়ের পুজো শুরু হয়। গুপ্ত জায়গায় ছিলেন বলে মায়ের নাম গুপ্তমণি হিসেবে পরিচিত হয়এলাকায়। কোনও পুরোহিত দিয়ে পুজো হয় না। গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ কিছুই হয় না। নন্দ ভক্তা যেভাবে পুজো করতেন সেভাবেই এখনও শবররা পুজো করে আসছেন। দুর্গাপুজো হয় ঘট বসিয়ে। এখানে যে মূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল সেই মূর্তিই পুজো করেন শবররা। কথিত, এই মন্দিরে আজও সন্ধ্যায় নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে। মন্দিরের ভিতরে আলো জ্বালানো হয় না। প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শনিবার বলি হয়। কারও কিছু হারালে হাতি-ঘোড়ার মাটির মূর্তিতে সুতো বেঁধে মানসিক করলে তা ফিরে পাওয়া যায়। মা গুপ্তমণির মন্দির কলকাতা-মুম্বইগামী ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ঝাড়গ্রাম থেকে মাত্র ২৭ কিলোমিটার এবং খড়্গপুর স্টেশন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাতের অন্ধকারে রূপনারায়ণপুরের শান্তশ্রী পল্লিতে মানসকুমার লাহার ফাঁকা বাড়িতে চুরি হয়। বৃহস্পতিবার তিনি পানাগড়ে কাজে যান। শুক্রবার ফিরে দেখেন তালা, গ্রিল ও আলমারি ভেঙে চুরি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে

দাসপুরে দুই পুজোর উদ্বোধনে পুলিশ সুপার

সংবাদদাতা, দাসপুর : সোনাখালি স্কুলপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির ২২ বর্ষে পুজোর থিম 'করি যন্ত্রের বন্দনা, তবু যন্ত্রতেই যন্ত্রণা'। শুক্রবার দাসপুরের এই পুজোর উদ্বোধন করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। এছাড়াও দাসপুরের শিবপুর মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির পুজো উদ্বোধন করে পাশাপাশি দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুর্লভ সরকার, সার্কেল ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ মণ্ডল-সহ পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

দুর্গাপুরে থাইল্যান্ড

দুর্গাপুরে নবারুণ ক্লাবের ৫৮তম বর্ষের পুজোয় থাইল্যান্ডের একটি কাল্পনিক মন্দিরের আদলে বানানো হয়েছে মণ্ডপ। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে একচালের প্রতিমা।

মারধর করে গ্রেফতার

সংবাদদাতা, কাঁথি : মদ্যপ অবস্থায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করল পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুট কোস্টাল থানার শৌলা এলাকার দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি তার কম্পিউটার দোকানের সামনে চলে আসায় বেঁধে মারধর শুরু করে দোকানি দেবেন্দ্রনাথ। গুরুতর জখমকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নারী-নির্যাতনে রাজ্য আপস করে না, প্রমাণ করল বীরভূম জেলা পুলিশ

নাবালিকা খুনে শিক্ষকের বিরুদ্ধে চার্জশিট

সংবাদদাতা, বীরভূম : নারী-নির্যাতনে রাজ্য সরকার কোথাও আপস করে না তা আবারও প্রমাণ করল বীরভূম জেলা পুলিশ। রামপুরহাটের সপ্তম শ্রেণির নাবালিকার নৃশংস খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযুক্ত শিক্ষক মনোজ পালের বিরুদ্ধে রামপুরহাট আদালতে শুক্রবার চার্জশিট জমা দিল বীরভূম জেলা পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর জানিয়ে দাবি করেন, অভিযুক্ত শিক্ষক পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন জিজ্ঞাসাবাদে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে পকসো ও অপহরণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে অতিরিক্ত আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, যাতে অভিযুক্ত শিক্ষক কোনওভাবেই জামিন না পেয়ে যায়। বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে অভিযুক্ত শিক্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করা হবে বলেও পুলিশ সুপার জানান। নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার পরে তার বাবা-মা দাবি করেন, এই শিক্ষকই তাঁদের মেয়েকে অপহরণ করেছে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষককে ডেকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়ায় যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা আজ সংবাদমাধ্যমের সামনে পরিষ্কার করে দেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, সেদিন যখন তাকে রামপুরহাট থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল সেই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে অপহরণের নিশ্চিত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলেই সেই মুহূর্তে যেতে দেওয়া হয়েছিল। তবে অভিযুক্তের উপর পুলিশি নজরদারি বহাল ছিল। তাই সে পালাতে পারেনি। সেদিন পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেরিয়ে আসার ভেবেছিল পুলিশ তাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করছে না। তাই অভিযুক্ত মনোজ পাল কার্যত নিশ্চিত হয়ে কিছু ভুল করে। আর সেই ভুলগুলোই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে পুলিশের কাছে উঠে আসে। এরপর অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কংক্রিট এভিডেন্স সংগ্রহ করে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের দাবি, তাদের মেয়ের খুনির যেন ফাঁসি হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি এসপি আমনদীপ।

জিন্দালদের প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে দূষণ পর্ষদের গণশুনানি শুরু

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনিতে জিন্দালদের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের গণশুনানির আয়োজন করা হয়। ওই গণশুনানিতে জেলা ও ব্লকের বিভিন্ন আধিকারিকেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিক এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ ও এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। জেএসডব্লু থার্মাল এনার্জি লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত দুটি ৮০০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য গণশুনানির আয়োজন করা হয়। ওই গণশুনানিতে এলাকার বাসিন্দারাও শামিল হয়েছিলেন। তাঁদের দাবি, আমরা চাই বিদ্যুৎকেন্দ্র হোক, কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি না করে। সেই সঙ্গে যেন এলাকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। গণশুনানিতে উপস্থিত হয়ে যুব তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শালবনির বাসিন্দা সন্দীপ সিংহ জিন্দাল কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে জল নিয়ে আসার চিন্তা করছেন জিন্দাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করা হবে কিনা এবং কতটা ব্যবহার করা হবে তা জানাতে হবে। কারণ বৃষ্টি না হলে এলাকায় জলসংকট ভয়াবহ হয়। এই প্রকল্পটি তৈরিতে কতদিন সময় লাগবে এবং কবে চালু হবে এর উত্তরে জিন্দাল কর্তৃপক্ষ জানান, সমস্ত নিয়ম মেনে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি তৈরি হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ এবং উৎপাদন শুরু হবে।

বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে চলা গণশুনানিতে শামিল এলাকাবাসী।

শালবনি

গয়া থেকে ফেরার পথে মৃত কাঁথির এক পরিবারের তিন

সংবাদদাতা, কাঁথি : গয়ায় শ্রাদ্ধ সেরে ফেরার পথে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে টাটা-রাঁচি ৩৩ নং জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কাঁথির একই পরিবারের তিনজনের। পুজোর আগে মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। জানা গিয়েছে মৃত সুরজিৎ প্রধানের (৪১) কাকা সত্যব্রত প্রধান (৬৫) এবং মা বসুমতি প্রধানের (৬০) মৃত্যু হয় দুর্ঘটনায়। বাড়ি কাঁথি ১ ব্লকের দেশদত্তবাড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত শনিবার সুরজিৎ নিজে গাড়ি চালিয়ে তাঁর বাবা, মা, কাকু, কাকিমা, ভাইকে নিয়ে পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধের জন্য বিহারের গয়ায় যান। সেখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেরে সকলে অযোধ্যায় মন্দির দর্শনে যান। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফেরার পথে সেরাইকেল জেলার ইচ্ছাগড়ের কাছে একটি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে ধাক্কা মেরে তাঁদের প্রাইভেট গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুরজিতের। স্থানীয় থানার পুলিশ গ্যাস কাটার দিয়ে সকলকে বাইরে উদ্ধার করে আনে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় চান্ডিল হাসপাতালে সুরজিতের বাবা, মা, কাকু, কাকিমা ও ভাইকে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে সবাইকেই জামশেদপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় সত্যব্রত ও বসুমতি প্রধানের। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আমিন সোহেল বলেন, যেভাবে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে খুবই বেদনাদায়ক। আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি। জানা গিয়েছে, সুরজিৎ আগে বেঙ্গালুরুতে কাজ করতেন। এলাকায় ভাড়ায় গাড়ি চালাতেন। শুক্রবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফে মৃতদেহ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। কাঁথি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস বলেন, মৃতদের দেহ গ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নানুরের পাপুরি গ্রামে সম্প্রীতির দুর্গাপুজো করে নজির কাজল শেখের

সংবাদদাতা, বীরভূম : সম্প্রীতির পীঠস্থান হিসাবে বীরভূমকে তুলে ধরে প্রত্যন্ত গ্রামের দুর্গাপুজোগুলো। এমনই একটি গ্রাম নানুরের পাপুরি। ১৩ বছর ধরে এই গ্রামে দুর্গাপুজো করে আসছেন গ্রামের এক মুসলিম যুবক। এই গ্রামে সাড়ে ৫ হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র ১ হাজার পরিবার হিন্দু। বাকি সাড়ে ৪ হাজারই মুসলিম সম্প্রদায়ের। ১ হাজার হিন্দু পরিবার দুর্গোৎসবে আনন্দ করতে পারবে না এই ভাবনা থেকেই গ্রামের তরুণ যুবক নিজের উদ্যোগে ২০১২ সালে দুর্গাপুজোর আয়োজন শুরু করেন। এই যুবকটিই বর্তমানে জেলা সভাধিপতি ফাইজুল হক। যিনি গোটা বীরভূমে এবং গ্রামের মানুষের কাছে কাজল নামে পরিচিত। এই গ্রামের মাত্র ১০টি হিন্দু পরিবার ঘোষ। বাকি ৯৯০টি পরিবার একেবারে নিম্ন শ্রেণির। তাঁরা দিনমজুরির কাজ করে পেট চালান। সামর্থ্য ছিল না ঠাকুর কিনে পুজো করার। এই ভাবনা থেকেই কাজল শেখ একদিন নিজের উদ্যোগে নিজের হাতে মণ্ডপ বানিয়ে দেন। মা দুর্গার মূর্তি নিয়ে এসে পুরোহিত ডেকে পুজো শুরু করেন। তাঁর এই উদ্যোগে হতবাক হয়েছিল হিন্দু পরিবারগুলি। ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই প্রতি বছর সেই পুজো পালিত হয়ে চলেছে ছোট্ট এই পাপুরি গ্রামে। পুজোর চার দিন নিয়ম মেনে অঞ্জলি হয়। খাওয়াদাওয়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কচিকাঁচাদের জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা হয়। এককথায়, পুজোর চার দিন নতুন করে গোটা পাপুড়ি গ্রাম পুজো উপলক্ষে সেজে ওঠে। গ্রামের মানুষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। কাজল জানান, এই গ্রামেই আমার জন্ম, এখানেই বেড়ে ওঠা। এই গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা খুব কম, তাঁদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অথচ তাঁরা দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেন এটা আমায় ভাবিয়ে ছিল। তখনই সিদ্ধান্ত নিই আমার সামর্থ্যমতোই ওঁদের জন্য দুর্গাপুজো শুরু করব। কিছু গুণি মানুষের পরামর্শ নিয়ে পুজো শুরু হয়। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই পুজো হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা সমাজের প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আমরা একে অপরের জন্য অপরিহার্য। মানুষের করে যাওয়া কাজ পরবর্তী প্রজন্মের মানুষের কাছে ইতিহাস হিসেবে থেকে যাবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে বার্তা প্রতিনিয়ত দেন একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে সেই বার্তাই বহন করি। পুজোর পুরোহিত গৌতম ভট্টাচার্য জানান, মুসলিম পরিবারের যুবক হয়ে হিন্দুরা যাতে এই মহোৎসব থেকে বঞ্চিত না হন সেটা কাজল শেখ অনুভব করে নিজের উদ্যোগে এই পুজো শুরু করেন। ঈশ্বর ওঁর মঙ্গল করুন।

নিজের চালু করা পুজো-মণ্ডপে কাজল শেখ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 September, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পর্যটকদের জন্য মিলেটের তৈরি খাবারের স্টোর সান্তলাবাড়িতে

বক্সার মিলেট চাষিদের পাশে রাজ্য

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

বক্সা পাহাড়ের মিলেট চাষীদের উৎপন্ন ফসলের কথা চিন্তা করে সান্তালাবাড়ি তে চালু হল মিলেট স্টোর। বক্সা পাহাড়ে বেড়াতে আসা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের জন্য এই স্টোরে তৈরি থাকবে মিলেটের তৈরি নানান খাবারের পদ। কয়েক বছর আগে কালচিনি ব্লকে মিলেট চাষ শুরু করেছিলেন বেশ কিছু কৃষক। কিন্তু নানান প্রতিবন্ধকাতায় তাঁরা চাষ ছেড়ে দেন। সম্প্রতি কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ফের মিলেট চাষ শুরু হয় কালচিনি ব্লকে। বিশেষ করে বক্সা পাহাড়ে মিলেট চাষের এলাকা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে রাগি, মারুয়া, ফিঙ্গার মিলেটের চাষ উল্লেখযোগ্য। আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকে এই মুহূর্তে প্রায় ৯০ একর জমিতে মিলেট চাষ হচ্ছে। আগামী নভেম্বর মাসে ফসল উঠবে। এই এলাকার কৃষকেরা মূলত জৈব পদ্ধতিতে মিলেট চাষ করে থাকেন। কৃষকদের মধ্যে আগে রাগির আটার রুটি, হালুয়া ইত্যাদি খাওয়ায় চল ছিল। এবং বর্তমানে কৃষকদের এই উৎপাদিত মিলেট শুধু সন্তালাবাড়িতেই নয়, জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয় করার ব্যবস্থা করতে চলেছে কৃষি দফতর। তা ছাড়াও সুফল বাংলার স্টলেও মিলবে বক্সা পাহাড়ের কৃষকদের উৎপাদিত মিলেট। ব্লকের প্রায় ৩০০ জন্য কৃষক এই চাষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। কলচিনি ব্লক কৃষি সহ-অধিকর্তা প্রবোধ মন্ডল জানান, আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার মানুষদের মধ্যে ও পর্যটকদের মধ্যে রাগির তৈরি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর খাদ্য যেমন সেল রুটি, মোমো, চাওমিন, চিরা, রুটি ইত্যাদি তৈরি করে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে স্থানীয় প্রিয়া স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে। এবং এই স্টোর তৈরি করার জন্য রাজ্যের তরফে পঁচিশ হাজার টাকা অনুদানও দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে পর্যটক, স্থানীয় মানুষেরা স্বাস্থ্যকর উপাদের স্থানীয় বৈচিত্র্যযুক্ত খাবার উপভোগ করতে পারবেন। স্থানীয় কৃষকদের ফসল বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উপার্জনের নতুন পথও খুলেছে। সন্তালাবাড়িতে মিলেট স্টোরের উদ্বোধন করেন দীপঙ্কর রায়, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা), কৃষি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই মিলেট স্টোর আগামী দিনে বক্সার কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খুব সহায়ক হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

■ নদিয়ার আড়ংঘাটায় শব্দালপুর স্পোর্টিং ক্লাবের দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

কর্নাটকে খুন শ্রমিকের দেহ ফিরল মালদহে

সংবাদদাতা, মালদহ: কর্নাটকের মহীশূরে কর্মরত অবস্থায় নিহত পরিযায়ী শ্রমিক খাইরুল জামালের কফিনবন্দি দেহ শুক্রবার ফিরল নিজের গ্রাম পুরাতন মালদহের সাহাপুর অঞ্চলের দিলালপুরে। নিথর দেহ পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর স্ত্রী সন্তান ও পরিজন। মুহূর্তে শোকের আবহ ছড়িয়ে পড়ল গোটা গ্রামে। পরিবারের দাবি, বাঙালি শ্রমিক হওয়ায় একদল দুষ্কৃতী খাইরুলকে বুধবার রাতে পিটিয়ে হত্যা করে। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় নেমে আসে শোকের কালো মেঘ। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াল স্থানীয় মানুষজন ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। মরদেহ পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই মালদহ জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক কার্তিক ঘোষ, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার ও পুরাতন মালদহ ব্লক সভাপতি সুদীপ্ত রায় মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। তাঁরা প্রশাসনিক স্তরে ও ব্যক্তিগতভাবে সমস্তরকম সহায়তার আশ্বাস দেন। গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, খাইরুল নিয়মিত কনটিকে গিয়েই পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব সামলাতেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের বাইরে কর্মরত অসংখ্য বাংলার শ্রমিক কতটা নিরাপদ? ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামবাসী। দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা। খাইরুলের দুই ছোট সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে পরিবার। তবে তৃণমূল কংগ্রেস জেলা নেতৃত্ব দ্রুত আর্থিক সহায়তা ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দিলালপুর আজ শোকে স্তব্ধ। দূর রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে এক বাঙালি শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা আবারও ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

■ শ্রমিককে শেষ শ্রদ্ধা জেলা নেতৃত্বের।

মূর্তি ভাঙার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন

(প্রথম পাতার পর)

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন! ২০১৯ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে মূর্তি ভাঙার ৬ বছর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে কলেজ স্ট্রিটের একটি পুজো উদ্বোধনে এসেও বিদ্যাসাগরের বাড়ি বা বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাননি শাহ। উল্টে পুজো-মণ্ডপ থেকে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বড় বড় কথা বলেন তিনি। এই নিয়ে এদিন শাহকে ধুয়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, অমিত শাহের নেতৃত্বেই সেদিন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হয়েছিল। কলকাতাকে জল্লাদের উল্লাস মঞ্চে পরিণত করেছিল গেরুয়া শিবির। বাইরে থেকে যারা এসেছিল, উত্তর ভারতের সংস্কৃতি চাপাতে চেয়েছিল। মূর্তি ভাঙার ফল বাংলার মানুষ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। সেই পাপের দায় স্বীকার করে অমিত শাহের ক্ষমা চাওয়া উচিত! বাংলার প্রতি অন্যায়-অবিচার এবং বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার জন্য ক্ষমা চান অমিত শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করেন অভিষেকের আরও সংযোজন, আমার সত্যি খারাপ লাগল যখন শুনলাম, ঠিক ১০ মিনিট দূরে তিনি একটি পুজো উদ্বোধন করতে এসেছেন। অথচ তাঁর এতটুকু বিবেকবোধ নেই যে ১০ মিনিট দূরে বিদ্যাসাগরের বাড়ি বা বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই জন্যই এদের বাংলা-বিরোধী বলি। একইসঙ্গে এদিন রাজ্যের তরফে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার্থে যা যা কাজ হয়েছে, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন অভিষেক। জানান, জনজোয়ার যাত্রার সময় বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের ভিটায় গিয়েছি। আড়াই কোটি ব্যয়ে রাজ্যের তরফে ওই অঞ্চলে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত পার্ক থেকে শুরু করে বাস্তুভিটা সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়েছে। অভিষেকের কথায়, বাংলার দার্শনিক-মনীষীদের ভুললে চলবে না! আবার, অমিত শাহের এই লোকদেখানো বিদ্যাসাগর-স্মরণ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিন জানান, ২০১৯ সালে তাঁর নির্বাচনী র‍্যালিতে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। সেই স্মৃতি বঙ্গবাসী ও কলকাতার মানুষ ভোলেননি। সেই ক্ষততে মলম দেওয়ার কাজ করতে চাইছেন। মানুষ সব দেখছেন এবং জানেন।

ওয়ার্লির শৈলী, প্রাচীন গুহাচিত্রের ঝলক খিদিরপুর ২৫ পল্লিতে

অনুরাধা রায়

কয়েক হাজার বছর আগের গুহাচিত্র। সেই প্রাচীন আদিবাসী চিত্রকলার ঝলক দেখা যায় ভারতের মহারাষ্ট্রের উত্তর সহ্যাদ্রির পাহাড়ি অঞ্চলের বিশেষ করে থানে জেলার দাহানু, তালাসারি, জওহর, ওয়ার্দা, মোকাদা, বিক্রমগড় এবং পালঘর এলাকায়। 'ওয়ার্লি' নামটার অর্থ 'জমি বা মাঠ'। সেই গুহাচিত্রই এবার নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে খিদিরপুরের ২৫ পল্লির পুজো মণ্ডপে। সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়েছে প্রতিমাও। মণ্ডপের শিল্পকলার মধ্য দিয়ে ওয়ার্লি চিত্রকলার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যেখানে বোঝানো হয়েছে, লোকজ চিত্র প্রথার সঙ্গে ওয়ার্লি চিত্রমালার বিশাল পার্থক্য। ওয়ার্লি চিত্রকে চিত্রকথা বললে ভুল হবে না, এই ছবির মাধ্যমে তারা তাদের প্রবহমান জীবনধারাকে তুলে ধরে, পরের প্রজন্মের জন্য শিক্ষা, বংশ পরম্পরায় প্রচলিত কাহিনীগুলো তাদেরকে জানানোর তাগিদে ছবি আঁকা। তাদের রেখা নির্ভর ছবিতে কোন ব্যক্তি বিশেষ নেই, কিন্তু ঘটনা আছে। আবার দৈনন্দিন জীবনকে প্রকাশ করা হয় চিরায়ত কাহিনির মতো করে, যেমন মাঠে কৃষি কাজ হচ্ছে, বা তারা প্রকৃতির সাথে বসবাস করে, তাকে নষ্ট করে না, এরকম অর্নিদিষ্ট বিষয়। ইউরোপের ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলায় যেমন একটি ঘটনার নাটকীয় পরিবেশনা থাকত, ওয়ার্লি চিত্রে শিল্পী নানা ধরনের কম্পোজিশন করেন, নানা বিষয় একত্রও করেন কিন্তু তাকে একক ঘটনার বর্ণনা হিসাবে দেখা যায় না। ওয়ার্লি ভাষার কোনও লিখিত রূপ না থাকায় ছবি এখানে কথা বলে। চিত্রকথার মধ্যে গল্প বলাটা এখানে বুঝতে হবে। এখানে কৃষক আছে কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট কৃষক নয়, গরু আছে সে কোনও নির্দিষ্ট গরু নয়, তারা গল্পের চরিত্র, কালের পরিক্রমায় চলে আসা জীবনের সাধারণ ছবি। এমন একটি থিমের ভাবনা এল কীভাবে? পুজো কমিটির প্রচার সম্পাদক কালী সাহা বললেন, পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য। ওদের বোঝাতে হবে আমরা একসঙ্গে থাকি, আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসি। সেই জন্যেই ২৫-এর উৎসবের মূল মন্ত্র ওয়ার্লির শৈলী। যে থিমই বলে দেয় একসঙ্গে থাকার মূল মন্ত্র।

জোর ধাক্কা কেন্দ্রের

(প্রথম পাতার পর)

আর সোনার বাংলার কথা বলবেন, দুটো একসঙ্গে খাপ খায় না! কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলায় কথা বললেই বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, চূড়ান্ত হেনস্থা করা হচ্ছে।

হাইকোর্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ওই অভিযোগ কতটা ঠিক! কেন্দ্রের সরকার কতটা অমানবিক কাজ করছিল! বাংলা-বিরোধী কারা? ওরা। মায়েদের বিরোধী কারা? ওরা। নারী-বিরোধী কারা? ওরা। একজন মা শুধু বাংলায় কথা বলেন বলে বিদেশি অপবাদ দিয়ে দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে! অমিত শাহের উচিত, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে দুঃখপ্রকাশ করা! বিজেপি ক্ষমা চাক। অমিত শাহ হাইকোর্টের এই থেকে শিক্ষা নিয়ে অবিলম্বে ক্ষমা চান।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে অন্ধ্রের চিত্তুর জেলায় ধর্ষণের শিকার হলেন এক অসহায় মহিলা। ২৮ বছরের ওই অভিযোগকারিণীকে নেশাদ্রব্য মেশানো পানীয় খাইয়ে প্রায় বেহুঁশ করে দেয় চিত্তুরের পুঙ্গানুর থানার এক কনস্টেবল এবং এক হোমগার্ড। নির্যাতিতার অভিযোগ, একবার নয়, বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করা হয় তাঁকে

নিঃসন্তান বিধবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার শ্বশুরবাড়িরই

নয়াদিল্লি: বিতর্কটা আজকের নয়, দীর্ঘদিনের। বিষয়টা নিয়ে সংশয় গভীর হয়েছে সময়ের হাত ধরেই। অবশেষে সমাধানসূত্র বের হল শীর্ষ আদালতের রায়ে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল, কোনও স্বামীহারা নিঃসন্তান মহিলার মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন স্বামীর পরিবারের কোনও সদস্য। সেই সম্পত্তির ভাগ পাবেন না বাপের বাড়ির কোনও সদস্য। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছে শীর্ষ আদালত— বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোত্রও পরিবর্তন হয়ে যায় কোনও মহিলার। একটি উত্তরাধিকার বিতর্ক সংক্রান্ত মামলায় সম্প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে

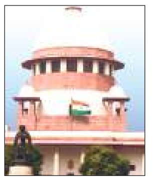

উল্লিখিত ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আনা একটি আর্জির প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ। শীর্ষ আদালতের একমাত্র মহিলা বিচারপতি বিভি নাগরত্নম স্পষ্ট জানিয়েছেন, হাজার হাজার বছর ধরে যা চালু আছে সমাজে, তা ভেঙে দেওয়ার আদৌ কোনও ইচ্ছা নেই আদালতের। তাঁর কথায়, 'কন্যাদান' একটি প্রথা চালু রয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। বিয়ের সময় যখন কোনও মেয়েকে স্বামীর হাতে সম্প্রদান করেন তাঁর বাবা কিংবা অন্য কোনও গুরুজন, তখন পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর গোত্রও। বিচারপতির মতে এই গোত্রই বংশ মর্যাদা এবং উত্তরাধিকার পরিচয়ের ধারক ও বাহক।

লক্ষণীয়, নিঃসন্তান স্বামীহারা হিন্দু মহিলার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বারবার দেখা দিয়েছে বিতর্ক। অজস্র আবেদন জমা পড়ে শীর্ষ আদালতে। প্রশ্ন উঠেছে, স্বামীহারা মহিলা মৃত্যুর আগে যদি কোনও উইল না করে যান তা হলে কী হবে? কে পাবেন সম্পত্তির ভোগদখল? স্বামীর উত্তরাধিকারী নাকি বাপের বাড়ির পক্ষের উত্তরাধিকারী? লক্ষণীয়, আদালতে এই নিয়ে দুটি মামলা এসেছে এরকমই দুটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে। একটি কোভিড পিরিয়ডে এক অল্পবয়সি দম্পতির মৃত্যুর পরে। সম্পত্তি দাবি করে মামলা করেন স্বামী এবং স্ত্রী-দুজনেরই মা। আর একটি ক্ষেত্রে এক নিঃসন্তান দম্পতির মৃত্যুর পরে সম্পত্তির দাবি জানিয়ে মামলা করেন ছেলেটির বোন। বিচারপতি নাগরত্ন কন্যাদান এবং গোত্রদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছিলেন, উইল ছাড়া সেই সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ির ভাগেই যাবে।

পলাতক রুশবধূকে ফেরাতে কূটনৈতিক পদক্ষেপেই ভরসা রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি : জুলাই মাস থেকে রুশ মহিলা ও তার শিশু সন্তানের হদিশ নেই। কূটনৈতিক স্তরে জিজ্ঞাসাবাদ তদ্বির করার পরে বিদেশমন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশ কোনও সন্ধান এবং সুরাহা করতে পারেনি ভিক্টোরিয়া বসুর। কিন্তু শুক্রবার রুশ মহিলাকে দেশে ফেরানোর জন্য কূটনৈতিক পদক্ষেপের উপরে ভরসা রাখল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এদিন শুনানি চলাকালীন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সৈকত বসু শিশু সন্তানকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে দিল্লি পুলিশ এবং বিদেশ মন্ত্রককে। ইতিমধ্যেই ইন্টারপোল রুশ মহিলাকে দেশে ফেরাতে ব্লু কর্নার, এবং স্যাফো বসুর ক্ষেত্রে ইয়ালো কর্নার নোটিশ জারি করেছে।

বনমালীপুরে রাতভর তাণ্ডব চালাল গেরুয়া দুষ্কৃতীরা

তৃণমূলের পুজোর শুভেচ্ছার ফেস্টুন ছিঁড়ে বিজেপির অসভ্যতা ত্রিপুরায়

আগরতলা: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের মুখে ত্রিপুরায় নির্লজ্জ তাণ্ডব চালাল বিজেপি। সারারাত ধরে চলল গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডব। ছিঁড়ে দিল তৃণমূলের পুজোর শুভেচ্ছার ফেস্টুন, এমনকি দলীয় পতাকাও। ঘটনাটি ঘটেছে বনমালিপুর ব্লকে। ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক পিঙ্কি দেবনাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, দুর্গাপুজো উপলক্ষে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু সাহা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মানুষকে। সেই শুভেচ্ছারই ফেস্টুন টাঙানো হয়েছিল ব্লকের বিভিন্ন জায়গায়। ধলেশ্বর-সহ নানা জায়গায় ছিল শান্তনু সাহার শুভেচ্ছাবার্তা। কিন্তু সেটা সহ্য হয়নি বিজেপির। তৃণমূলের জনসংযোগ অভিযানে গাত্রদাহ হয় গেরুয়া

নেতাদের। ঝাল মেটাতে বিজেপি মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা বৃহস্পতিবার রাতভর তাণ্ডব চালিয়ে ছিঁড়ে দেয় তৃণমূলের ফেস্টুন। চালায় ভাঙচুরও। টাঙিয়ে দেয় বিজেপির ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড। প্রশাসন সব জেনেও নির্বিকার। তৃণমূলের অভিযোগ পেয়েও কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। বিজেপির এই নির্লজ্জ তাণ্ডবের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠেছে ত্রিপুরা জুড়ে।

দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে এবার বিশেষ আকর্ষণ রাজস্থানের সোনার কেল্লা

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

দিল্লি কো-অপারেটিভ সমিতির এবারের পুজোর থিম রাজস্থানের সোনার কেল্লা। সুবর্ণ জয়ন্তীতে এই থিম মনে করিয়ে দিচ্ছে সত্যজিত রায়ের সোনার কেল্লাকে। মণ্ডপ সজ্জায় নিপুণ কারুকার্যে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই কেল্লা। প্রায় ৬০ দিনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই কৃত্রিম কেল্লা। একটি পিলারে তিনরকমের মূর্তি। প্রত্যেকটি প্লাইউডের তৈরি। পরিবেশের কথা ভেবে ব্যবহার করা হয়নি থার্মোকল। প্রতিমার গায়ে মেটালের তৈরি গয়নায় সোনালি রঙ চড়ানো হয়েছে। এবছর ১৯ ফুট উঁচু প্রতিমা গড়ে তোলা হয়েছে। সুবর্ণ জয়ন্তীতে ৫ দিনের বদলে ৭ দিনের পুজো হবে বলে জানিয়েছে এখানকার উদ্যোক্তা সুবীর দত্ত। পঞ্চমীতে পুজো উদ্বোধন হলেও তৃতীয়া থেকেই শুরু হয়েছে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলার বিখ্যাত ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দু এবং মুম্বইয়ের খ্যাতনামা গায়ক কুণাল গাঞ্জাওয়ালা মঞ্চ মাতিয়ে তুলেছেন। সি আর পার্কের এই পুজোয় প্রত্যেকদিন প্রায় এক লক্ষ দর্শক সমাগম হয়। এছাড়াও পুজোর প্রসাদে পরিবেশবান্ধব সুপুরি গাছের পাতা দিয়ে তৈরি প্লেটে খাবার বিতরণ করা হয়। ষষ্ঠী, সপ্তমীর মাল্টিকুইজিন ভোগের আয়োজন করা হয়। মেনুতে আছে খিচুড়ি, লাবড়ার তরকারি, বেগুনি, চাটনি এবং পায়েস। অষ্টমীতে, ফ্রাইড রাইস, পনিরের সবজি, মিক্সড ভেজিটেবল পায়েস, চাটনি। শুধু পুজো আয়োজন নয়, সামজিক কাজে এই দুর্গাপূজা সমিতির উদ্যোক্তারা এলাকার মানুষের জন্য দিচ্ছেন অ্যাম্বুল্যান্স। কেদারনাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষকেও সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এ-বছরে উত্তর ভারতের বন্যাদুর্গত রাজ্যগুলোর পাশেও আর্থিক সাহায্য নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন পুজো উদ্যোগক্তারা।

শেষবারের মতো আকাশে উড়ল দেশের প্রথম সুপারসনিক মিগ-২১

নয়াদিল্লি: ভারতের বিমান বাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাভ অধ্যায় আনার কথা ছিল যুদ্ধ বিমান মিগ-২১-এর। বহু ভারতীয় পাইলট আজও শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন দেশের প্রথম সুপারসনিক যুদ্ধ বিমানকে। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যুদ্ধবিমান শেষবার ভারতীয় সেনার তরফ থেকে শেষবার আকাশে উড়ল শুক্রবার। সেনার তরফে ফেয়ারওয়েলে জানানো হল এক সময়ে বিমান বাহিনীর পাইলটদের আতঙ্ক তৈরি করা মিগ ২১-কে।

১৯৬৩ সালে প্রথম ভারতের তরফে আকাশে উড়েছিল মিগ ২১। দেশের প্রথম রাশিয়ায় তৈরি সুপারসোনিক বিমান নিয়ে ভারতের প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী। সেই প্রত্যাশা অনেকাংশে পূরণ করেছিল এই যুদ্ধবিমান। যার জেরে বহু পাইলট আজও নিজেদের জীবনদাতা হিসাবে স্মরণ করেন এই যুদ্ধবিমানকে। অনেকেই মিগ ২১-এ চেপে পাখির মতো আকাশে উড়তে পছন্দ করতেন।

১৯৬০ সালে ভারতীয় যুদ্ধবিমান প্রস্তুতকারী সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড রাশিয়ার প্রযুক্তির এই বিমান তৈরির লাইসেন্স পায়। সেই মতো ১৯৬৩-তে প্রথম আকাশে ওড়ে। সেই থেকে সুঁচালো নাক, স্লিম বডির এই সুপারসনিক যুদ্ধবিমান ভারতীয় বিমান চালকদের পছন্দের হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৮০

পর্যন্ত মোট ৮৭২টি মিগ ২১ বানায় হ্যাল।

একটি মাত্র আসনে একজন পাইলট এই বিমানে চেপে কার্যত আকাশের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। এর গঠন এমন ছিল যা একজন পাইলটকে চেয়ারে বসে খোলা আকাশ ছোঁয়ার অভিজ্ঞতা দিতে পারত, দাবি পাইলটদের। শুক্রবার শেষবার আকাশে ওড়ার পরে ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে স্থান পাবে অবশিষ্ট মিগ বিমানগুলি। এমনকী ভারতের হ্যালের তৈরি করা এই বিমান বিদেশের সামরিক সংগ্রহালয়েও স্থান পাবে।

শুক্রবার এই বিমানের শেষ উড়ানের সঙ্গে যদিও মুছে গেল না বহু পাইলটের পরিবারের চোখের জল। পরিসংখ্যান বলছে ৭১-এর যুদ্ধ থেকে কার্গিল যুদ্ধ, সাম্প্রতিক বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকেও ব্যবহার করা হয়েছে এই সুপারসনিক যুদ্ধ বিমানকে। ১৯৬৩ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সমানভাবে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে মিগ ২১। শেষ হল ৬০ বছরের একটি অধ্যায়। সেই সঙ্গে শেষ হল বহু পাইলট পরিবারের আশঙ্কাও। একটা সময় এই মিগ ২১-এর নাম শুনলেই যেভাবে আতঙ্কে পড়ে যেতেন ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটদের পরিবারগুলি। যার উল্লেখ বলিউড চলচ্চিত্র 'রঙ্গ দে বসন্তী'তেও রয়েছে। ১৯৭১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৪৮২টি মিগ ২১ ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। যেখানে মৃত্যু হয়েছে ১৭১ জন পাইলটের। সেই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে বিমান ক্রু থেকে বায়ুসেনা কর্মী এমনকী একটা বড় সংখ্যায় সাধারণ নাগরিকের। কখনও দোষ দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার প্রযুক্তিকে, কখনও সস্তার সামগ্রী দিয়ে তৈরির নীতিকে। অবশেষে সব দোষারোপের পালা সাঙ্গ করে জাদুঘরের পথে মিগ ২১।

ফেব্রুয়ারির শুরুর দিকেই ভোটের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে, জানাল বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন। গত ৫ অগাস্ট ক্ষমতার পালাবদলের বর্ষপূর্তির দিনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ইউনুস জানান, ডিসেম্বর নয়, ভোট হবে রমজান শুরুর আগে ফেব্রুয়ারিতে

জাতীয় নিরাপত্তা আইনে লাদাখে গ্রেফতার হলেন পরিবেশকর্মী সোনম

রাজ্যের মর্যাদা চেয়ে তরুণদের সহিংস বিক্ষোভ, আন্দোলন দমনে অতিসক্রিয় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি: চেনা ছকের প্রতিহিংসার রাজনীতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। বিদেশি অনুদান নিয়ে অভিযোগ এবং সিবিআই তদন্ত শুরুর পর এবার জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হল লাদাখের বিখ্যাত সমাজকর্মী তথা পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুককে। লাদাখে অশান্তি এবং প্রাণহানির ঘটনার তিনদিনের মাথায় শুক্রবার ইঞ্জিনিয়র, গবেষক তথা পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু হয়েছে বলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন জানিয়েছে। লাদাখ পুলিশের ডিজি এসডি সিংহ জামওয়ালের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় ওয়াংচুককে তাঁর লেহর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বীকৃতি ও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে বিক্ষোভ সহিংস হওয়ার পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুককে যেভাবে তড়িঘড়ি গ্রেফতার করা হল তা বিতর্ক তৈরি করেছে। শুক্রবার দুপুর আড়াইটেয় একটি সংবাদিক সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার

আগেই গ্রেফতার হন। সোনম ওয়াংচুকের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন করার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি লাদাখের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে এবং ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে উপজাতি অধিকার সংরক্ষণের জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। বুধবার বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠে, যার ফলে চারজনের মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। পরের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই অশান্তির জন্য সরাসরি ওয়াংচুককে দায়ী করে অভিযোগ তোলে যে তাঁর উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং সরকারি কর্মকর্তা ও লাদাখের প্রতিনিধিদের মধ্যে চলমান আলোচনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত গোষ্ঠীর মদত বিক্ষোভকারীদের উত্তেজিত করেছে। অমিত শাহর মন্ত্রকের অভিযোগ, সোনম ওয়াংচুক আরব বসন্ত এবং নেপালের জেন-জি বিক্ষোভের উল্লেখ করে জনতাকে আরও প্ররোচিত করেছেন, যার ফলে লেহতে স্থানীয় বিজেপি কার্যালয় এবং কয়েকটি সরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতির জবাবে সোনম ওয়াংচুক বলেন, শিশুসুলভ অভিযোগ। কর্তৃপক্ষ দোষারোপের খেলায় মেতেছে এবং তাঁকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে। তাঁর কথায়, এভাবে ক্ষত নিরাময় করা যায় না; এটি পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করবে এবং যুবকদের ক্ষোভ বাড়াবে। ছয় বছর ধরে লাদাখে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পরিস্থিতি। সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার দায় এখন আমার উপর চাপাচ্ছে। প্রসঙ্গত, গ্রেফতারির একদিন আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ওয়াংচুকের অলাভজনক সংস্থা 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল)-এর বিদেশ থেকে তহবিল গ্রহণের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত।

দিদির শুভেচ্ছা-উপহার ভিন রাজ্যের পুজোতেও

(প্রথম পাতার পর)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনার অফিসের মাধ্যমে চিঠি এবং মিষ্টি ইতিমধ্যেই কারগো মারফত দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন দিল্লিতে কর্মরত ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার শাশ্বত দাঁ। শুধু তাই নয় মহাচতুর্থীর শুভক্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা এবং মিষ্টি দিল্লির পুজো উদ্যোক্তাদের হাতেও পৌঁছে গিয়েছে। শনিবারের মধ্যে দিল্লি এনসিআর ৭০টি দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের হাতে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে জানান শাশ্বত দাঁ।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে রীতিমতো আপ্লুত নোয়ডা কালীবাড়ি-সহ সভাপতি অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় এত বড়-বড় পুজো হয় এত বিরাট আয়োজন, এর মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসের পুজোকে আন্তরিকভাবে সম্মান জানিয়ে আমাদের শুভেচ্ছা ও মিষ্টি পাঠিয়েছেন। এটা খুবই ভাল উদ্যোগ। আগামী দিনের প্রবাসের পুজো উদ্যোক্তাদের বাড়তি অনুপ্রেরণা জোগাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ।

যারা ভেঙেছিল বিদ্যাসাগরের মূর্তি, কিছুতেই ক্ষমা নয় তাদের

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্বাস করে না, তাঁর দ্বিশতবর্ষে কলকাতার বুকে তাঁরই মূর্তি যারা ভূলুণ্ঠিত করে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে যারা প্রতিনিয়ত অপমান করে, তাদের কোনও স্থান নেই। বিদ্যাসাগরের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে আমরা অনেক কিছু করেছি। যে মূর্তি বিজেপি ভেঙেছিল, কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে আমরা তা পুনঃস্থাপন করেছি। সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এই মহামনীষীর দ্বিশতবার্ষিকী পালন করেছি। বিদ্যাসাগরের জন্য কী কী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ঘাটাল-চন্দ্রকোনা রাস্তার সিংহডাঙা মোড়ে নির্মাণ করা হয়েছে একটা নতুন তোরণ, আমি যার নাম রেখেছি 'বর্ণপরিচয়'। এটার নকশা আমার করে দেওয়া। কাজটা করেছে পিডব্লুডি। তোরণটিকে আলো দিয়ে যথাযথভাবে সাজানোও হয়েছে। আমি কিছুদিন আগে ওখানে গিয়ে তোরণটি দেখেও এসেছি। এরই সঙ্গে সংলগ্ন এলাকার সৌন্দর্যায়ন থেকে শুরু করে হাই-মাস্ট আলো লাগানো— সবই করা হয়েছে। এই হাই-মাস্ট আলো লাগানোর কথাও আমি বলে এসেছিলাম। কাজগুলো সব হয়ে গিয়েছে। মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও করা হয়েছে বীরসিংহ প্রবেশদ্বার। সেটিকেও আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। এছাড়া, বীরসিংহ গ্রামে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বিদ্যাসাগর শিশু উদ্যান, ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে, যার জন্য খরচ হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। এই কাজগুলো করেছে বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ। বীরসিংহের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমরাই এটা গঠন করেছিলাম। এর আগেও বীরসিংহ গ্রামে তাঁর বসতবাটী সংস্কার-সহ নানান কাজ আমরা করেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ির মিউজিয়ামটিকেও নতুনভাবে করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যাসাগর কলেজকে হেরিটেজ হিসেবে গড়ে তোলা থেকে শুরু করে, বিদ্যাসাগর কলেজেই তাঁর নামে একটি আর্কাইভ তৈরি করা, তাঁর স্মৃতিধন্য কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনকে অনুদান দেওয়া-সহ অনেক কিছুই আমরা করেছি, করছি, করব। এই উন্নয়ন নিয়ে একটি ভিডিও শেয়ার করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এবার ওষুধে ১০০% শুল্ক চাপালেন ট্রাম্প!

ওয়াশিংটন: আবার শুল্ক-বোমা ফাটালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে ভারতীয় পণ্যের রফতানিতে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে 'বন্ধু' মোদিকে বার্তা পাঠিয়েছেন, আর এবার ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর বসালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শুধুমাত্র ওষুধ নয়, গৃহস্থালির বিভিন্ন সামগ্রীর উপর ৫০ শতাংশ, আসবাবপত্রের উপর ৩০ শতাংশ এবং মালবাহী ট্রাকের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন তিনি। সাফ বলেছেন, আমেরিকাতেই এই সমস্ত পণ্য উৎপাদন করতে হবে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই শুল্ক কার্যকর হবে। স্বভাবতই বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন ভারতীয় ওষুধ রফতানিকারকরা। বৃহস্পতিবার ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে আমরা যে কোনও সংস্থার ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। তবে যদি কোনও

সংস্থা তাদের উৎপাদন কেন্দ্র আমেরিকায় তৈরি করে, তা হলে আলাদা কথা। বিষয়টি ব্যাখ্যাও করেছেন তিনি। বলেছেন, কারখানাটি নির্মীয়মাণ হলে কিংবা শিলান্যাস করা অবস্থায় থাকলেও চলবে। একইসঙ্গে বার্তা দিয়েছেন, আমেরিকায় কারখানা তৈরির জন্য এবং নিদেনপক্ষে প্রাথমিক কাজ শুরু করলেও ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক এড়াতে পারবে তারা। তবে ভারতীয় ওষুধ রফতানিকারকদের বিপুল ক্ষতি হতে চলেছে। এর আগে ২০২৪ সালে মার্কিন মুলুকে ৩১ হাজার ৬২৬ কোটি টাকার ওষুধ রফতানি করেছিল ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। ২০২৫-এর প্রথম ৬ মাসে রফতানি করা ওষুধের অর্থমূল্য ছিল ৩২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের নয়া ঘোষণায় আমেরিকার বাজার ভারতীয় ওষুধ রফতানিকারক সংস্থাগুলির হাতছাড়া হতে পারে।

বাবরি মসজিদ নির্মাণ ও অযোধ্যা-রায় নিয়ে চন্দ্রচূড়ের মন্তব্যে বিতর্ক

নয়াদিল্লি: অযোধ্যা রায় নিয়ে বিতর্ক উসকে দিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া অযোধ্যা রায় নিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় একটি নিউজ পোর্টালের সাক্ষাৎকারে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ১৬শো শতাব্দীতে বাবরি মসজিদ নির্মাণই ছিল একটি মৌলিক অপবিত্রকরণের কাজ। এই মন্তব্য অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া ২০১৯ সালের রায়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বলে মনে করছে আইনি জগতের একাংশ।

দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ অযোধ্যা মামলার রায় দেয়। এই বেঞ্চের সদস্য ছিলেন চন্দ্রচূড়। ২০১৯ সালের নভেম্বরে অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় শীর্ষ আদালত। রায়ে বলা হয়েছিল, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে মসজিদের নিচে একটি কাঠামো ছিল, তবে এই কাঠামো ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণের কোনও প্রমাণ নেই। রায়ে আরও বলা হয়েছিল যে, নিচের কাঠামো এবং মসজিদ নির্মাণের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান রয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে চন্দ্রচূড় বলেন, পুরাতাত্ত্বিক খনন থেকে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের প্রামাণ্য মূল্য একটি পৃথক বিষয়। আমি শুধু বলতে চাই, পুরাতাত্ত্বিক প্রতিবেদনের আকারে প্রমাণ রয়েছে। তিনি এএসআই-এর প্রতিবেদনের উল্লেখ করে বলেন যে, মসজিদের নিচে ১২শো শতাব্দীর একটি হিন্দু উৎসের কাঠামো ছিল। এটিকে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্বীকৃতি হিসেবে উল্লেখ করেন চন্দ্রচূড়। আরেকটি প্রশ্নের জবাবে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বলেন, মসজিদের অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণে হিন্দুদের দ্বারা অপবিত্রকরণ এবং অশান্তি সৃষ্টির কারণে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। চন্দ্রচূড়ের এই মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের ২০১৯ সালের রায়ের সঙ্গে সংঘর্ষমূলক। কারণ পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে জমির মালিকানার সিদ্ধান্ত আইনত দেওয়া যায় না। ১২শ শতাব্দীর কাঠামো এবং ১৬শো শতাব্দীতে মসজিদ নির্মাণের মধ্যে চার শতাব্দীর ব্যবধান রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মানব ইতিহাসের কোনও প্রমাণ রেকর্ডে নেই। কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেরই প্রশ্ন, পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে মালিকানার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে?

পুজোর মরশুমে নান্দীকার মঞ্চস্থ করছে দুটো নাটক। ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে মধুসূদন মঞ্চে 'পাঞ্চজন্য' এবং ১ অক্টোবর দুপুর ২-৩০ মিনিটে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ 'নবান্ন'

টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল

প্রাইম ভিডিওয় শুরু হয়েছে নতুন টক শো 'টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল'। সঞ্চালনায় কাজল এবং টুইঙ্কেল খান্না। কেমন হল প্রথম এপিসোড? কী কী থাকছে শোয়ে? জানালেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

নয়ের দশকের বলিউডের দুই জনপ্রিয় নায়িকা কাজল এবং টুইঙ্কেল খান্না। প্রথমবারের মতো একসঙ্গে এলেন সঞ্চালনায়। তাঁদের নতুন টক শো 'টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল'-এর প্রথম এপিসোড প্রকাশ পেয়েছে বৃহস্পতিবার, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রাইম ভিডিওয়। সেটা দেখেই চমকে গেছেন ভক্তরা। কারণ, দীর্ঘদিন পর দুই সুপারস্টার সলমন খান এবং আমির খানকে একসঙ্গে দেখা গেল কোনও আড্ডার অনুষ্ঠানে। তাঁরা এলেন তাঁদের ছবিরই দুই নায়িকার অতিথি হয়ে।

কাজলের বিপরীতে সলমন অভিনয় করেছেন 'পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবিতে। টুইঙ্কেল খান্নার সঙ্গে সলমন 'যব পেয়ার কিসি সে হোতা হ্যায়' ছবিতে অভিনয় করেছেন। আমির-কাজল জুটি দর্শকদের উপহার দিয়েছে 'ফানহা'। আমির-টুইঙ্কেলকে একসঙ্গে পর্দায় দেখা গেছে 'মেলা' ছবিতে। সলমন এবং আমির একসঙ্গে অভিনয় করেছেন 'আন্দাজ আপনা আপনা'য়। ফলে এই শো যেন পুরোনো বন্ধুদের এক রি-ইউনিয়ন। দারুণ জমে উঠেছে। এপিসোডটি যে ফাটাফাটি হবে, সেটা আন্দাজ করা গিয়েছিল আগেই। প্রোমো দেখেই। কীভাবে জমে ওঠে সলমন-আমিরের বন্ধুত্ব? শোয়ে আমির জানিয়েছেন— শুরুতে সলমনকে কিছুটা অপছন্দ-ই করতাম। আন্দাজ আপনা আপনা-র সময় সলমন ঠিক সময়ে সেটে আসত না। আমরা সমস্যায় পড়তাম। আমি তখন অনেক কড়া মেজাজের ছিলাম।

পাশ থেকে সলমন বলে ওঠেন, আরে, তখন আমি দিনে তিনটে শিফটে কাজ করতাম। বড় জোর ঘণ্টা পাঁচেক ঘুমোনোর সময় পেতাম। আমার হাতে তখন গোটা ১৫ ছবি। অন্যদিকে আমির একটাই ছবি করছিল। তার উপর টেকের আগে আমির এত মহড়া দিত সেইসব দৃশ্যের, বিরক্ত লাগত, তাই একটু ঘুমিয়ে নিতাম আর শ্যুটিংয়ের একদম আগে সেটে হাজির হতাম।

সলমনের মুখে এই কথা শুনে একচোট হেসে নেন আমির। তারপর অবশ্য ফের মুখ খোলেন। বলেন, রিনার সঙ্গে বিচ্ছেদের সময় সলমন আমার বাড়িতে রাতে খেতে আসে। সেখান থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব দারুণ জমে ওঠে।

সলমনও এই পর্বে একেবারে খোলামেলা থাকলেন। নিজের সব সম্পর্ক, ব্যর্থতা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করলেন। নিজের সম্পর্ক ভাঙনের গল্প তুলে ধরে বললেন— যখন একজন সঙ্গী অন্যজনের চেয়ে দ্রুত এগোয়, তখনই দূরত্ব তৈরি হয়। নিরাপত্তাহীনতা ঢুকে পড়ে সম্পর্কে। তাই দুইজনকে সমানভাবে বেড়ে উঠতে হয়।

সলমন-আমির, কাজল-টুইঙ্কেল— চার তারকার কথোপকথনে জমে উঠেছে আসর। পুরো এপিসোডটি দারুণভাবে উপভোগ করছেন দর্শকেরা। মনে করা হচ্ছে নতুন এই শো জমে ক্ষীর হয়ে যাবে।

একে একে এই শো-তে হাজির হবেন বলিউডের বহু তারকা। বরুণ ধাওয়ান, আলিয়া ভাট, জাহ্নবী কাপুর, করণ জোহর, গোবিন্দা, চাঙ্কি পাণ্ডে, ভিকি কৌশল-সহ অনেকেই। কিছুদিন আগে প্রকাশিত ট্রেলারে দেখা গেছে তাঁদের। অতিথিরা থাকছেন একেবারেই খোলামেলা। অনাবৃতভাবে উঠে আসছে পুরোনো স্মৃতি, ভেতরের গল্প, মজার ঘটনা আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। ঝলকেই হাসির খোরাক মিলেছে দর্শকদের। প্রতিটা এপিসোড যে বিনোদনে ভরপুর হবে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রথমবার সঞ্চালক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন? সংবাদমাধ্যমকে কাজল জানিয়েছেন, টুইঙ্কেল এবং আমি বহুদিনের বন্ধু। দুজনেই প্রচুর কথা বলি। আর যখনই আমরা কথা বলি, তখনই একটা আনন্দদায়ক মুহূর্ত তৈরি হয়— সবচেয়ে মজার ব্যাপার, যা কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। এই টক শো-র ধারণাটা আমাদের প্রচুর বকবকানি থেকেই এসেছে। আমরা সেই কাজটিই করছি, যা আমরা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। দুজনে সেই ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করছি, যে ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে দর্শকেরা সবসময়ই আগ্রহী। এখানে আমরা ঐতিহ্যবাহী টক-শো ফর্ম্যাটটি বদলে ফেলেছি। কীরকম? কোনও একক উপস্থাপক নেই, কোনও সূত্রগত প্রশ্ন নেই এবং অবশ্যই কোনও নিরাপদ, মহড়ামূলক উত্তর নেই। ফিল্টারহীন— হাসি এবং বাস্তব কথোপকথনে ভরা আড্ডা। আমরা আশা করি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দর্শকেরা এর সঙ্গে সংযুক্ত হবেন এবং উপভোগ করবেন।

সংবাদমাধ্যমে টুইঙ্কেল খান্না বলেন, আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে, সেরা কথোপকথনগুলো সৎ এবং হাস্যরসে পরিপূর্ণ। মহড়া করা উত্তর এখানে নেই। সবাই কথা বলেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সত্য এবং দুষ্টুমি মেশানো আসর। আমরা এমন সব প্রশ্ন সামনে রেখেছি, যেগুলো সবাই জানতে চান। সতর্কে থাকা ব্যক্তিত্বদেরও প্রাণখুলে কথা বলতে দেখেছি। সবমিলিয়ে প্রিয় তারকাদের এমনভাবে দেখার সুযোগ মিলছে, যা সতেজ বাস্তব এবং অপ্রত্যাশিত। সেইসঙ্গে মজাদারও।

সলমন এবং আমির এলেন। শাহরুখ আসবেন? সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে টুইঙ্কেল রসিকতা করে বলেন, শাহরুখ এসেছিলেন। আমাদের কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুনে ভয়ে বাথরুমে ঢুকে গেছেন! কিছুতেই বেরতে চাইছেন না।

প্রাইম ভিডিওর এই নতুন অনুষ্ঠানটির নির্মাতা বানিজে এশিয়া। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত-সহ বিশ্বের ২৪০টিরও বেশি দেশে দেখা যাচ্ছে 'টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কেল'। প্রতি বৃহস্পতিবার নতুন একটি পর্ব মুক্তি পাবে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্মৃতি মান্ধানার ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ শুভমন। তুলনা টেনেছেন ড্যামিয়েন মার্টিনের সঙ্গে

পিছিয়েও জয় বার্সেলোনার

ওভিয়েদো, ২৬ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় গত মরশুমে বেশ কিছু ম্যাচ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিতেছিল বার্সেলোনা। প্রত্যাবর্তনের সেই জয়গুলিই শেষ পর্যন্ত খেতাব জিততে সাহায্য করেছিল কাতালান জায়ান্টদের। চলতি মরশুমেও একই পথে হেঁটে ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় তুলে নিল হান্সি ফ্লিকের দল। শেষ পর্যন্ত ওভিয়েদোর মাঠে গিয়ে লা লিগার ম্যাচটি বার্সেলোনা জিতল ৩-১ গোলে। বার্সার হয়ে গোল করেন এরিক গার্সিয়া, রবার্ট লেয়নডস্কি এবং রোনাল্ড আরাউজো। এই জয়ের ফলে শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সার পয়েন্টের ব্যবধান এখন ২। ৬ ম্যাচের সব ক'টি জিতে শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ১৮। সমান ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ১৬।

ম্যাচে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে গিয়েছিল বার্সা। ৩৩ মিনিটে আলবার্তো রেইনার গোলে এগিয়ে যায় ওভিয়েদো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি বার্সাকে। প্রতিপক্ষের জালে ফ্লিকের ছেলেরা বল জড়ান তিনবার। ৫৬ মিনিটে গার্সিয়ার গোলে সমতা ফেরায় বার্সা। এরপর ৭০ ও ৮৮ মিনিটে লেয়নডস্কি ও আরাউজো গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। বার্সার জয়ে একটি মাইলফলক গড়েছেন জার্মান কোচ ফ্লিক। দ্বিতীয় দ্রুততম ৫০ ম্যাচ জেতা কোচ এখন তিনি। পিছনে ফেললেন পেপ গুয়ার্দিওলাকে। ফ্লিকের আগে শুধু লুইস এনরিকে।

লা লিগায় আজ মাদ্রিদ ডার্বি

গোলের উচ্ছ্বাস লেয়নডস্কি, গার্সিয়াদের। লা লিগার ম্যাচে।

শনিবার আবার লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বি। ম্যাচ রিয়াধের এস্তাদিও মেট্রোপোলিতানো স্টেডিয়ামে। ছয় ম্যাচের সব ক'টিতে জিতে শীর্ষে থাকা রিয়ালের থেকে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ রয়েছে ন'নম্বরে। ছ'টি ম্যাচ খেলে দিয়েগো সিমিওনের দল জিতেছে মাত্র দু'টিতে। তিনটি ড্র ও একটিতে হারের স্বাদ পেয়েছে তারা। তবে মাদ্রিদ ডার্বিতে জাবি আলোন্সোর সঙ্গে দ্বৈরথ জেতার ব্যাপারে আশাবাদী সিমিওনে। তিনি বলেন, এই ম্যাচ থেকেই আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।

মানসিকতা বদলাও, পরামর্শ শোয়েবের

কাল এশিয়া কাপ ফাইনাল

দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোরেও সূর্যকুমার যাদবদের কাছে হেরেছিলেন শাহিন শাহ আফ্রিদিরা। ক্রিকেট পণ্ডিতদের অধিকাংশের মত, এশিয়া কাপ ফাইনালেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। তবে প্রাক্তন পাক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার মনে করেন, ভারতকে হারানো অসম্ভব নয়। ফাইনাল জিততে কী করতে হবে, মূল্যবান সেই পরামর্শ হ্যারিস রউফদের দিয়েছেন 'রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস'।

শোয়েব বলেছেন, আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। ভারতীয় দলকে কেন্দ্র করে যে আবহ তৈরি হয়েছে তা ভেঙে দিতে হবে। ভারত একই ছন্দে খেলে যেতে পারে না। ওদেরও খারাপ দিন আসতে বাধ্য। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আমরা যে মনোভাব নিয়ে খেলেছি, ফাইনালেও তা ধরে রাখতে হবে। ২০ ওভার বল করতে হবে, এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামলে হবে না। লক্ষ্য হবে ভারতকে অল আউট করা। ওদের যেন রান করার জন্য লড়াই করতে হয়। ভারতকে এক নম্বর দল হিসেবে দেখলে হবে না। বিশ্বের সেরা পেসার শাহিন আফ্রিদি রয়েছে আমাদের দলে। হ্যারিস রউফ এই মুহূর্তে বিশ্বের দ্রুততম। এই মনোভাব নিয়ে খেলতে নামলেই কোনও সমস্যা হবে না।

অভিষেক শর্মাকে নিয়েই যে পাকিস্তানের চিন্তা বেশি তা শোয়েবের কথায় স্পষ্ট। তিনি বলেন, অভিষেককে আউট করতে হবে। শক্তিশালী বাউন্সার অথবা ভাল লেংথ বল যে কোনও ব্যাটারকে সমস্যায় ফেলবে। অভিষেক অনেক ভুল শট মেরেছে। প্রথম দু'ওভারের মধ্যে ওকে আউট করতে পারলে ভারতও সমস্যায় পড়বে।

অবসর ঘোষণা বুস্কেতসের

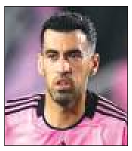

মায়ামি, ২৬ সেপ্টেম্বর : তিন বছর আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও ক্লাব ফুটবলে খেলে যাচ্ছিলেন সের্জিও বুস্কেতস। বার্সেলোনায় সোনালি অধ্যায় শেষ করে শেষ পর্বে ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধে ছিলেন আলোচনায়। তবে ফুটবলে পথচলাটা আর দীর্ঘায়িত করতে চান না ৩৭ বছরের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ২০ বছরের কেরিয়ারে ইতি টানার কথা ঘোষণা করেই দিলেন বুস্কেতস। জানিয়ে দিলেন, এমএলএস মরশুম শেষে ফুটবলকে বিদায় জানাবেন। বার্সেলোনায় মেসি, আন্দ্রে ইনিয়েস্তা, জাভি হার্নান্ডেজদের সঙ্গে ছিলেন। বার্সার জার্সিতে ৭২২ ম্যাচ খেলেছেন বুস্কেতস। জিতেছেন ৯টি লা লিগা, ৩টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ৭টি কোপা দেল রে, ৭টি স্প্যানিশ সুপার কাপ, ৩টি ক্লাব বিশ্বকাপ এবং ৩টি উয়েফা সুপার কাপ। বিদায়ী বার্তায় বুস্কেতস বলেছেন, আমার পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার শেষ করার সময় এসেছে। ২০ বছর ধরে এই অসাধারণ যাত্রা আমি উপভোগ করেছি।

জাতীয় শিবিরে বাংলার রহিম

পরীক্ষায় রহিম।

বেঙ্গালুরু, ২৬ সেপ্টেম্বর : সিঙ্গাপুর ম্যাচের প্রস্তুতি শিবিরের জন্য বেঙ্গালুরু, ইস্টবেঙ্গল-সহ তিনটি ক্লাব তাদের ফুটবলারদের না ছাড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কোচ খালিদ জামিল। কারণ প্রস্তুতি ধাক্কা খাচ্ছে। এই অবস্থায় বিকল্প ফুটবলারদের শিবিরে ডাকতে বাধ্য হচ্ছেন ভারতীয় দলের হেড কোচ। খালিদ তাই শিবিরে ডেকে নিলেন ওড়িশা এফসি-র বাঙালি স্ট্রাইকার রহিম আলিকে।

মোহনবাগান অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা ইছাপুরের ছেলে রহিম চেন্নাইয়িন এফসি-র হয়ে আইএসএলে ৭২টি ম্যাচ খেলেছেন। তাঁর নামের পাশে রয়েছে ১০টি গোল। ভারতীয় সিনিয়র দলের হয়ে ১৪টি ম্যাচ খেলেছেন বাংলার রহিম। তবে সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য চূড়ান্ত স্কোয়াডে তিনি থাকবেন কি না, তা সময় বলবে। তার আগে শিবিরে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে তাঁকে। মোহনবাগান এবং এফসি গোয়ার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ রয়েছে যথাক্রমে ৩০ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ১ তারিখ। এই ম্যাচের পর খালিদ দুই ক্লাবের ফুটবলারদের জাতীয় শিবিরে ডাকবেন।

বাংলাদেশকে সমীহ ভারতের

কলম্বো, ২৬ সেপ্টেম্বর : সাফ খেতাব ধরে রাখার লড়াইয়ে শনিবার কলম্বোয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে নামছে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দল। সেমিফাইনাল-সহ টানা চার ম্যাচ দাপটে জিতে ফাইনালে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ভারত। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ অভিজ্ঞতায় এগিয়ে নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপের থেকে। তাই শিরোপা জয়ের লড়াই সহজ হবে না ভারতের কাছে। বিবিয়ানো বললেন, বাংলাদেশ দলে ভারসাম্য আছে। আমরা ওদের সমীহ এবং শ্রদ্ধা করেই নিজেদের কাজটা করতে চাই।

ইরান-যাত্রায় আপত্তি বাগানের বিদেশিদের

প্রতিবেদন : মোহনবাগান কি শেষ পর্যন্ত ইরানে সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে যাবে? শনিবার বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। রবিবার মহাষষ্ঠীর দিন তেহরান রওনা হওয়ার কথা মোহনবাগানের। তবে যা খবর, তিন অস্ট্রেলীয় তারকা জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, দিমিত্রি পেত্রাতোস তো বটেই, মোহনবাগানের বাকি বিদেশিরাও নিরাপত্তার কারণে ইরানে খেলতে যেতে আগ্রহী নন। এমনকী দলের ভারতীয় ফুটবলারদের কাছেও ম্যানেজমেন্ট জানতে চেয়েছে, ইরানে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কী সিদ্ধান্ত! রবিবার চার্টার্ড ফ্লাইটে কলকাতা থেকে তেহরান রওনা হওয়ার কথা মোহনবাগানের। তার ৪৮ ঘণ্টা আগেও ইরান-যাত্রা নিয়ে ধোঁয়াশা।

অনিশ্চয়তার মধ্যেও প্রস্তুতি জেমির।

সেপাহানের তরফে উদ্যোগ নিয়ে মোহনবাগানের দেশি-বিদেশি সব ফুটবলারের ভিসা মঞ্জুরের ব্যবস্থা করা হয়। বাগানের সমস্ত সদস্যই ভিসা হাতে পেয়েছেন। কিন্তু সমস্যার শিকড় গভীরে। গতবারও একই সমস্যা হয়েছিল। গত বছর যুদ্ধ-পরিস্থিতির কারণে মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত ইরান না যাওয়ায় এএফসি-র শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল। টুর্নামেন্ট থেকেই নির্বাসিত করা হয়েছিল মোহনবাগানকে। এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। মোহনবাগান এবারও একই পথে হাঁটলে ভারতীয় ক্লাবগুলিরই এএফসি প্রতিযোগিতায় খেলা অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের নাগরিকদের পাসপোর্টে ইরানের স্ট্যাম্প থাকলে নিজেদের দেশে প্রবেশে সমস্যা হয়। তাই জেমি, কামিন্স, দিমিদের পাশাপাশি ইংল্যান্ডের ভিসা নিয়ে ভারতে খেলতে আসা বাগান ডিফেন্ডার টম অলড্রেডেরও সমস্যা হবে। তার উপর অস্ট্রেলিয়া সরকার ইরানে তাদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ইরানে অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। জেমিরা তাই নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত। মোহনবাগান শেষ পর্যন্ত ভারতীয় স্কোয়াড নিয়ে ইরান যাবে, নাকি ইরান-যাত্রা বয়কট করবে, সেটাই দেখার।

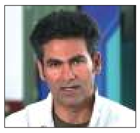

কাইফের মন্তব্যে চটেছিলেন বুমরা। পাল্টা দেন। তাতে এবার কাইফের উত্তর, ক্রিকেট-দর্শন থেকে বলেছিলাম। আমি তোমার ভক্ত

সুপার ওভারে জিতল ভারত

ভারত ২০২/৫ (২০ ওভার)
শ্রীলঙ্কা ২০২/৫ (২০ ওভার)
(সুপার ওভারে জয়ী ভারত)

দুবাই, ৩৬ সেপ্টেম্বর : কাকতালীয়ই হবে হয়তো। শনিবারই প্রথম ঠাসাঠাসি ভিড় হল দুবাই স্টেডিয়ামে, আর এদিনই টুর্নামেন্টের সবথেকে জমজমাট ম্যাচের নিষ্পত্তি হল সুপার ওভারে। ভারত জিতল ফাইনালের আগে শেষ ম্যাচে। তবে চারশো প্লাস ম্যাচে পয়সা উসুল হল দর্শকদের।

কুশল মেন্ডিস (০) যখন হার্দিককে উইকেট দিয়ে যান, বোর্ডে ৭। সহজ একটা ম্যাচ হবে বলে যাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, অতঃপর তাঁদের জন্য মস্ত ধোঁকা পাথুম নিশঙ্কা (১০৭) আর কুশল পেরেরার (৫৮)। দ্বিতীয় উইকেটে দু'জনে ১৩৪ রান তুলে ফেলার পর মনে হচ্ছিল টাইম মেশিনে চড়ে ওরা কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়েছেন। যখন এভাবেই ঝড় তুলতেন জয়সূর্য-কালুবিথারানা।

কুশল ফিরে যাওয়ার পরও লড়াই ছিল নিশঙ্কার জন্য। ছক্কায় সেঞ্চুরি। ৫২ বলে। টি-২০ ক্রিকেটে ১৮টা হাফ সেঞ্চুরি আছে নিশঙ্কার। কিন্তু আসালাঙ্কা, শনাকা বা মেন্ডিস তাঁকে সাহায্য করতে পারেননি। ফলে ২০ ওভারে ভারতের মতোই ২০২/৫ করেছিল শ্রীলঙ্কা। এরপর সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কা তোলে ৫ বলে ২/২। আর সূর্য প্রথম বলেই ৩ রান নিয়ে জয় তুলে আনেন।

সূর্য টসে হেরে বললেন, আমরা জিতলে ব্যাটিংই নিতাম। অর্থাৎ ফাইনালের আগে ব্যাটারদের যত বেশি ব্যাট করিয়ে নাও। তবে শুভমনের জন্য আর একটা খারাপ ম্যাচ গেল। থিকসানার বলে তাঁকেই ক্যাচ দিয়ে চলে গেলেন।

সেঞ্চুরিতে ম্যাচ জমিয়ে দিলেন নিশঙ্কা।

৪ রান করেছেন ভারতের টেস্ট অধিনায়ক। এশিয়া কাপে রান তাঁর ব্যাট থেকে আসেনি।

প্রত্যাশিতভাবেই বুমরাকে বিশ্রাম দিল ভারত। রবিবার ফাইনাল খেলার চার দিনের মধ্যে আবার আমেদাবাদে নামবেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে। তাই ফেরানো হল অর্শদীপ সিংকে। শিবম দুবেও বসলেন। এলেন হর্ষিত রানা। দেন ৫৪ রান। তবে ফাইনালে নিশ্চয়ই গম্ভীর হয়তো তাঁর প্রথম এগারোকেই ফিরিয়ে আনবেন। সেটাই স্বস্তি!

খারাপ সময় যাচ্ছে অধিনায়ক সূর্যরও। ওয়েনিন্দু রিভিউ নিয়েও রক্ষা হয়নি সূর্যর। উল্টোদিকে অভিষেক শর্মা যখন আরও একটা মারকাটারি ইনিংস খেলছেন তখন সূর্য ১২ রান করতে ১৩ বল লাগিয়ে দিলেন। দুবাইয়ের স্লো এবং স্পিনার ফ্রেন্ডলি উইকেটে সূর্য যেভাবে খেলেন তাতে একটু সমস্যা হবেই। এমন উইকেটে বলের উপরে যাওয়াটা জরুরি। তিনি অফ দ্য পিচ বেশি খেলে।

শ্রীলঙ্কার জন্য শনিবারের ম্যাচের কোনও গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু টসের সময় অধিনায়ক আসালাঙ্কার কথা শুনে মনে হচ্ছিল তাঁরা আর একটা আন্তজাতিক ম্যাচ হিসাবে নিচ্ছেন। পরে যখন পাথুম নিশঙ্কা ইনিংস শুরু করে ঝড় তুলেছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল সিংহলিরা হাল ছাড়বে না। তার আগে ভারতের ইনিংস যে ২০ ওভারে ২০২/৫ অবধি গেল সেটা অভিষেকের ৩১ বলে ৬১-র জন্য। তিনি ছাড়া রান পেলেন তিলক ভার্মা (৪৯ নট আউট) ও সঞ্জু স্যামসন (৩৯)।

বিশ্বকাপে হতাশ করব না আমরা

দাবি হরমনপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। বলছেন ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর। তিনি জানালেন, ক্রিকেট ভক্তরা চান বিশ্বকাপ জিতুক ভারত। তাঁর আশা ভক্তদের হতাশ করবেন না। গুয়াহাটিতে ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। এর আগে দু'বার ফাইনালে খেললেও ভারত কখনও টুর্নামেন্ট জেতেনি। জিওহটস্টার-এ হরমনপ্রীত বলেছেন, এটা আমার পঞ্চম বিশ্বকাপ। দেশের মাঠে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার থেকে বড় আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা চাপ নেব না। খেলাটা উপভোগ করব। সময়ের সঙ্গে এখন এই খেলায় পরিবর্তন এসেছে। মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ থেকে প্রচুর নতুন মুখ উঠে এসছে। তিনি এরপর আরও বলেন, বিশ্বকাপ হলেও তাঁদের মাইন্ডসেট একই থাকবে। তবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ বলে এটা তাঁদের কাছে স্পেশাল। ২০০৯-এ ১৮ বছর বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে অভিষেক হয়েছিল হরমনপ্রীতের। তিনি বলেছেন তখন বয়স কম ছিল বলে চাপ টের পেয়েছেন। তার উপর খেলা হয়েছে নিজেদের মাঠে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে পরবর্তী জীবনে অনেক সাহায্য করেছে। আরও বলেছেন হরমনপ্রীত।

সূর্যর জরিমানা, শাস্তি মকুবের আর্জি বোর্ডের

দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচ জিতে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'রাজনৈতিক মন্তব্য' করে আইসিসি আচরণবিধি ভাঙার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। তবে বড় শাস্তি এড়িয়েছেন। ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ জরিমানা হয়েছে সূর্যর। বড় শাস্তি না হলেও জরিমানা মকুবের আবেদন করেছে বিসিসিআই। আসলে বোর্ডের কাছে এটা মর্যাদার লড়াই। পাশাপাশি 'ভারতবিদ্বেষী' উৎসব করে বিতর্ক বাড়ানো দুই পাক ক্রিকেটার হ্যারিস রউফ এবং সাহিবজাদা ফারহানকে নিয়ে শুক্রবার শুনানি হয়। রউফকেও ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি। তবে শাস্তি এড়িয়েছেন পাক ব্যাটার ফারহান। তাঁকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, শুনানিতে ফারহান দাবি করেছেন, অতীতে মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলিরাও 'গানশট' সেলিব্রেশন করেছেন। আরও অনেকেই এভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাননি।

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ তুলে সূর্যকুমার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, তাঁরা পহেলগাঁওয়ে নিহতদের পরিবারের পাশে রয়েছেন। সূর্যর মন্তব্যের বিরোধিতা করে আইসিসি-কে অভিযোগ জানায় পিসিবি। সূত্রের খবর, সূর্যকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুই পাক ক্রিকেটার রউফ ও ফারহান 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময়ের দু'টি ঘটনা ইঙ্গিত করেছিলেন। মাঠে দুই ক্রিকেটারের 'ভারতবিদ্বেষী' আচরণ নিয়ে আইসিসি-র কাছে অভিযোগ জানায় বিসিসিআই।

মুম্বইয়ের রঞ্জি দল

শ্রেয়স নেই, নেতা শার্দূল

মুম্বই, ২৬ সেপ্টেম্বর : অজিঙ্ক রাহানে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ২০২৫-২৬ মরশুমে রঞ্জি দলের নেতৃত্ব দেবেন না। এরপর শ্রেয়স আইয়ারও লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছ'মাসের জন্য বিশ্রাম নিয়েছেন। মুম্বই তাই নতুন মরশুমের জন্য অধিনায়ক বেছে নিয়েছে শার্দুল ঠাকুরকে। শুক্রবার ২৪ জনের প্রাথমিক দল বেছে নেওয়া হয়েছে। তাতে রয়েছেন সরফরাজ খানও। তিনি গত মরশুমে একটিও রঞ্জি ম্যাচ খেলতে পারেননি চোট ও জাতীয় দলের খেলা থাকায়। শার্দুল ইংল্যান্ড সফরে কয়েকটি টেস্টে সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি। তাঁর মতোই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে হোম সিরিজে জায়গা হয়নি সরফরাজেরও।

সিরিজের আগেই ছিটকে গেলেন শামার

প্রথম টেস্ট শুরু ২ অক্টোবর

বার্বাডোজ, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বড় ধাক্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবিরে। চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন পেসার শামার জোসেফ। পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে অলরাউন্ডার জোহান লেনকে।

আমেদাবাদে আগামী ২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে প্রথম টেস্ট। সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট দিল্লিতে। শুক্রবার ক্যারিবিয়ান বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য শামার জোসেফের জায়গায় জোহান লেনকে দলে নেওয়া হয়েছে। চোটের কারণে ছিটকে গিয়েছে শামার। বাংলাদেশে সাদা বলের সিরিজের আগে শামারের ফিটনেসের পর্যালোচনা করা হবে।

মাত্র দেড় বছরের টেস্ট কেরিয়ারে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের নতুন পেস তারকা হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন শামার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে পাঁচ উইকেট নিয়ে ব্রিসবেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জিতিয়েছিলেন। ১১ টেস্টে ৫১ উইকেট নিয়েছেন ২১.৬৬ গড়ে। ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলার অপেক্ষা বাড়ল শামারের।

রাহুলের সেঞ্চুরি ও রেকর্ড জয়

লখনউ, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের মাটিতে ৪৩ বছরে প্রথম শ্রেনীর ক্রিকেটে সবথেকে বড় জয় পেল ভারত 'এ' দল। তারা অস্ট্রেলিয়া এ-র বিরুদ্ধে ৪১০ রান তাড়া করে তুলে দিয়েছে। টেস্ট দলের সিনিয়র ব্যাটার কেএল রাহুলের অসাধারণ ব্যাটিংয়ে ভর করে ভারত ৫ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিয়েছে। তিনি ১৭৬ রানে নট আউট থেকে যান। রাহুল আগের দিন চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন। এদিন সাই সুদর্শনকে (৭৫) পাশে নিয়ে ম্যাচ বের করে নিয়ে যান। এই দুজনের মতোই ভাল ব্যাট করেছেন অধিনায়ক ধ্রুব জুরেলও। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেন। সফরকারী দলের হয়ে ভারতের পাঁচটি উইকেট ভাগাভাগি করে নেন টড মারফি ও কোরি রচিসিওলি।

ভারতকে হুঁশিয়ারি পাক কোচ হেসনের

দুবাই, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের বিরুদ্ধে আগের দু'টি ম্যাচের ফলাফল ভুলে যেতে চাইছেন পাকিস্তানের কিউয়ি কোচ মাইক হেসন। রবিবার এশিয়া কাপ ফাইনাল নিয়ে শাহিন আফ্রিদিদের হেড কোচ কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, ভারতকে হারানোর নীল নকশা তাঁদের তৈরি।

মাত্র ১৩৫ রানের পুঁজি নিয়ে বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে পাক কোচ বললেন, আমি ছেলেদের বলেছি খেলায় মন দিতে এবং বাকি সব কিছু ভুলে যেতে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে আলাদা চাপ, আলাদা উত্তেজনা কাজ করে। তার প্রভাবে মাঠে কিছু বিতর্ক হতেই পারে। তবে আমরা ক্রিকেটের বাইরে কিছু ভাবব না।

চলতি এশিয়া কাপে ভারতের কাছে দু'বারই হেরেছে পাকিস্তান। তবে শাহিন, আঘাদের কোচ মনে করছেন, রবিবারের ফাইনালই আসল। হেসন বলছেন, আমরা নিজেদের যোগ্যতায় ফাইনালে উঠেছি। এবার আমাদের কাজ সেটার সদ্ব্যবহার করা। ভারতকে হারানোর নীল নকশা তৈরি। মাঠে পরিকল্পনা কাজে লাগাতে হবে। ১৪ ও ২১ তারিখ আমরা ওদের কাছে হেরেছি। কিন্তু আসল হল ২৮ সেপ্টেম্বরের ফাইনাল। আমাদের সামনে ট্রফি জেতার সুযোগ। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে বাংলাদেশ ম্যাচের নায়ক শাহিন বদলার ম্যাচের জন্য তৈরি। তিন শব্দে পাক পেসার বলেছেন, ফাইনালের জন্য প্রস্তুত। হুঙ্কারের সুরে অধিনায়ক সলমন আলি আঘা বলেছেন, আমরা যে কোনও দলকে হারাতে পারি। রবিবার সেই চেষ্টাই করব।

এশিয়া কাপ ফাইনালকে বদলার মঞ্চ করে তুলেছেন পাক সমর্থকরা। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাক পেসার হ্যারিস রউফের হাত ধরে এক পাকিস্তানি সমর্থক রীতিমতো কাতর গলায় দাবি জানাচ্ছেন, ভারতকে ছেড়ে কথা বলা যাবে না। বদলা নিতে হবে।

অর্ধেক আকাশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

27 September, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

পাঁচদিনের পুজোর সাজে

আজ মহাপঞ্চমী। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। কেনাকাটার পর্ব প্রায় সারা, এখন লাস্ট মিনিট শপিং। কোনটা কেনা বাকি? স্কার্ট, সালোয়ার নাকি ড্রেস? শার্ট-প্যান্ট না ধুতি-পাঞ্জাবি? অঞ্জলিতে লাল-সাদা জামদানি চাই-ই। আর দশমীতে গরদ মাস্ট। কোন দিন কোন সাজে, কেমন লুকে পুজোয় মাতবেন রইল তার গাইডলাইন। সেই সঙ্গে এ-বছর পুজোর নির্ঘণ্ট। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

গণেশের ভারি রাগ তাঁর এখনও একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি হয়েছে। একটা শেরওয়ানি চেয়েছিল কিন্তু কেনার সময় পাননি তাঁর মা জননী। সরস্বতীর আবার ধোতি প্যান্ট আর কুর্তা লাগবে। এদিকে মা মহামায়ার নাভিশ্বাস উঠছে, ছিটেফোঁটা সময় নেই তাঁর। এখন মর্ত্যে যাওয়া মানে প্রায় দশদিনের গল্প। এই ক'দিনের সব রান্না মাকেই করে যেতে হবে। কোনও রাঁধুনি বামুনের হাতের রান্না বাবা ভোলা মহেশ্বর খাবেন না। এদিকে আর এক জ্বালা, ছেলেমেয়েদের তিনি বোঝাতেই পারছেন না যে এখন পুজোয় থিমের রমরমা হলেও শাড়ি বা ওই শাড়ি জাতীয় পোশাক ছাড়া উদ্যোক্তারা কিছু পরাবেন না। থিমের মণ্ডপে মা শূন্যে ভাসমান হলেও তাঁকে শাড়ি পরেই ভাসতে হবে। দুর্গা মণ্ডপের নাম যতই প্রগতি বা সংহতি হোক প্রতিমার পরনে আধুনিক কলারড স্লিভলেস ব্লাউজ, শিফন শাড়ি বা জিনস টপ নট আলাউ। ওখানে মাকে ট্রাডিশনাল সাজেই থাকতে হবে। লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিকদেরও তাই। তাহলে ট্রেন্ডিং পোশাক কিনে হবেটা কী! ওটা শুধুই জেনারেশন জি-দের জন্য। এদিকে ভোলা মহেশ্বরের রাগটাও দিনে দিনে যেন বাড়ছে তার কারণ হল এখন পুজোয় মার বাপের বাড়ি থাকবার সময়সীমা অনেকটা বেড়ে গেছে। আসলে বয়স বাড়ছে তো! তাই স্ত্রী ছাড়া এখন মহেশ্বর বড়ই অসহায় বোধ করেন। এদিকে মহালয়াটুকু পেরনোর উপায় নেই তার আগে থাকতেই ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়, নিজের শাড়ি-গয়না গুছিয়ে রেডি থাকেন মা রেসের মতো 'রেডি স্টেডি অনিওমা গো' ব্যাস। এক মুহূর্ত আর সময় নষ্ট করা সম্ভব না। দর্শনার্থীর চাপ সামাল দিতে দুর্গাকে মণ্ডপে চলে আসতে হবে। তাই এবার মা দুর্গা ঠিক করেছেন মর্ত্যে গিয়েই বাকি কেনাকাটা সারবেন।

আজ মহাপঞ্চমী তাই কেনাকাটার হিড়িক তুঙ্গে। লাস্ট মিনিট শপিং আর প্যান্ডেল হপিং এখন থেকে অষ্টমী অবধি দুটোই চলবে একসঙ্গে। ওইদিন পর্যন্ত সব দোকানই থাকবে খোলা। তাহলে কী কিনবেন, কী রইল বাকি, কোনদিন কোন পোশাক, সঙ্গে কী চুল বাঁধবেন, কেমন গয়নাই বা পরবেন দেখে নেওয়া যাক।

পঞ্চমীতে হালকা সাজে

পুজোর আসল কথা হল মনপসন্দ ফ্যাশন। ওটা না হলে সব কিছুই মাটি। পুজো শুরুর লুকটা হোক হালকা-ফুলকা। শেষ মুহূর্তের কেনাকাটি থেকে একটা বেছে নেওয়া যাক। পঞ্চমী, ষষ্ঠিতে অনেকের অফিস থাকে। সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে এদিন পুজোর সেলফি, গ্রুপফিও মাস্ট। তাহলে সকালে একটা হালকা সুতোর কাজের কুর্তি হলে কেমন হয়। আসলে সারাবছর আমরা সবধরনের পোশাক পরি, পুজোর ক'দিন না হয় একটু ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে রইলাম, মন্দ কী। যাঁদের অফিসে ইউনিফর্ম রয়েছে তাঁরা ছাড়া জিনস, টপ বা ফরমাল ওয়্যার না পরে একটা কুর্তা, স্ট্রেট প্যান্ট আর দোপাট্টা পরলে কেমন হয়। শাড়ি পরবেন? তাহলে একটা ফেন্ডি শিফন ফাটাফাটি হবে। ফেন্ডি এবছর ইন।

(এরপর ১৭ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

27 September, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

পাঁচদিনের পুজোর সাজে

(১৬ পাতার পর)

লাইট ওয়েট গ্লসি জর্জেট। শুধু পাড়ের আউটলাইনে লকিং এমব্রয়ডারি ব্যস। গর্জাস অথচ সিম্পল। ফেন্ডি শাড়ি আরও জমকালো হয় সেটা তোলা থাক অন্যদিনের জন্য। এর সঙ্গে ছিমছাম হেয়ার ডু, হালকা জুয়েলারি।

পঞ্চমীর সন্ধেবেলা একটু হাইপড হওয়া ঠাকুরগুলো দেখে ফেলুন কারণ যত দিন গড়াবে তত ভিড় বাড়বে। রাতে তাহলে ক্যাজুয়াল ওয়্যার হালকা অথচ কনটেম্পরারি, আধুনিক অথচ আভিজাত্যের মিশেল। মোডাল কুর্তি বা মোডাল ওয়ান পিস বা থ্রি পিস কুর্তা সেট বা কাফতান লং টপ বেশ লাগবে। মেটিরিয়াল হালকা চিনন বা সিল্ক বা র-সিল্ক ভাল হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রে ডেনিম সঙ্গে ওভারসাইজড ব্যাগি টি শার্ট।

ষষ্ঠীতে হোক ট্রেন্ডিং

লুক। ষষ্ঠী মানেই পুরোদমে পুজো শুরু। এই দিনে অনেকেই প্যান্ডেল হপিং করতে যান তাই কমফর্ট বা আরামটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটার জন্য বেছে নিতে পারেন কটন বেগমপুরি পাড় বসানো ধোতি এবং শর্ট স্লিভলেস কুর্তা বা এ লাইন একটু স্ট্রেট কাটের স্কার্ট এবং টপ। কুর্তার সঙ্গে লাইট বটম ওয়্যার হিসেবে পালাজো বা ফ্লেয়ারড প্যান্ট মানানসই। শাড়ি পরতেই পারেন তবে সেটা সকালে হলে বেশি ভাল। শাড়ি পরে মণ্ডপে বসা, আড্ডা দেওয়ার কমফর্টটাই আলাদা। কেরালা কটন বা মাহেশ্বরী কটন, বাগরু প্রিন্টের লাইট ওয়েট সুতি সঙ্গে ব্লাউজটা একটু অন্যরকম হলে দারুণ লাগবে। রোদে বেরলে চুল বেঁধে নিন, খোলা রাখতে পারেন তবে দেখবেন মাথা যেন না ঘামে। তাহলে শ্যাম্পু করা ফুরফুরে ফোলা চুল একদম পেতে যাবে। রাতের সাজটাই মাটি হবে। আজকের মেকআপ-এ আধুনিকতার সঙ্গে থাক হালকা ট্রাডিশনের ছোঁয়া। মুখে দিন হালকা বেস, একটু আই লাইনার আর লিপ গ্লস, রাখুন মিনিমাল জুয়েলারি।

সপ্তমীতে সুন্দর ছিমছাম

সপ্তমীতে সকালে ঠিক করেছেন বন্ধু বা পরিবার নিয়ে খেতে যাবেন বা বাড়িতে আসবে গেস্ট তাহলে সকালের সাজ হোক মিনিমাল। একটা হালকা অফ হোয়াইট তসর বা জুট কটন বা হ্যান্ডলুম সেরা। বম্বে কাটের স্লিভলেস ব্লাউজ। শর্ট স্লিভ বা এলবো স্লিভ ব্লাউজ বা ব্যাকলেস ডিজাইনের চেস্ট কাট ব্লাউজ দারুণ মানাবে রাতের জন্য।

সপ্তমীর রাতে একটা জারদোসি সালোয়ার, কুর্তা বা ফাইন কটনে সিকুইন এম্ব্যালিশ করা শারারা, বা শর্ট কুর্তা ওভারল্যাপ জ্যাকেট নিচে ফ্লেয়ারড পালাজো দারুণ মানাবে। শাড়ি এদিন হ্যান্ড পেন্টেড মুর্শিদাবাদ সিল্ক, ফেব্রিক প্রিন্টেড সিল্ক, বাটিক সিল্কও পরতে পারেন সঙ্গে স্টেটমেন্ট বড় দুল। চোখে হালকা কাজল, ঠোঁটে শাড়ির সঙ্গে মানানসই লিপস্টিক। এবার ছেলেদের পোশাকে অ্যানিমাল প্রিন্ট, বার্ড প্রিন্ট ফ্যাশনে এদিন পরতে পারেন। এছাড়া শর্ট কুর্তা, সোয়েড শার্ট, শার্ট স্টাইল কুর্তা, ব্যাগি প্যান্ট, কটন ট্রাউজার, লিনেন ট্রাউজার ফাটাফাটি।

অষ্টমীতে ট্র্যাডিশনাল

অষ্টমী মানেই আট থেকে আশি শাড়িই পরবে। এদিন আপনি পরিপূর্ণ বাঙালিকন্যা। আর অষ্টমীর সকালে লাল-সাদা মাস্ট। লাল-সাদা হোক বা সাদা-লাল বা পুরো লাল খাদি কটনে জামদানি উইভ, লাল-সাদা লেস জামদানি, শিউলি শাড়ি, রঙের, লাল হ্যান্ডলুমে, এই দিনটির জন্য বেছে রাখুন। সঙ্গে বড় একটা কানবালা বা ঝুমকো, কপালে বড় টিপ, চোখের মেক-আপ কোল পেনসিল দিয়ে কোনের দিকটা আঙুল দিয়ে স্মাজ করে দিন। চুলে অবশ্যই খোঁপা আর ফুল দিতে ভুলবেন না।

এদিন রাতেও থাকবে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। আপনি হয়ে উঠবেন উৎসবের মুখ। এদিনের শাড়ি হিসেবে বেছে নিন দারুণ একটা মাশরু বা খাড্ডি সিল্ক বা পশমিনা। জামদানি লেস ওয়ার্কে ব্লাউজ পরুন এর সঙ্গে। শাড়িতে যাঁরা কমফর্টেবল নন তাঁদের জন্য জামদানি লং ড্রেস, জামদানি টু পিস, জামদানি থ্রি পিস দুর্দান্ত হবে। কিশোরীরা ফ্লেয়ার্ড স্কার্টের সঙ্গে শার্ট-স্টাইল ব্লাউজ। চুলটা একটু অন্যরকম ভাবে নটিং করুন বা খুলে রাখতে পারেন। আইমেকআপ ট্র্যাডিশনাল। ঘন কাজল স্মাজ করে। আইশ্যাডো আর কাজল ব্লেন্ড করে অংইন চোখের কোণে। ব্লাশ অন একটু শিমার পাউডার টাচ— ব্যাস। শাড়ি হলে বড় দুল পরুন গলায় নেকপিস না হলেও চলবে। ছেলেদের জন্য, অষ্টমী মানেই লং কুর্তা আর পাজামা বা চোস্ত। কুর্তায় একটু ড্রেপড বা অ্যাসিমেট্রি স্টাইল দারুণ লাগবে। ধোতি প্যান্ট, জোহেব প্যান্ট, হারেম প্যান্ট পরা যেতে পারে। বোতামগুলো একেবারে সোজাসুজি না হয়ে একটু সাইড বটন, আঙ্গরাখা স্টাইল পাঞ্জাবিও দারুণ লাগবে।

নবমীতে গ্ল্যামারাস

নবমীর রাতে জমে ওঠে পুজোর সবচেয়ে গ্ল্যামারাস পার্টিগুলো। তাই এই দিনে ট্র্যাডিশনের বাইরে গিয়ে ফিউশন লুকে মাতাতে পারেন। ধুতি প্যান্টের সঙ্গে এমব্রয়ডারি কুর্তি, মোডাল পেনসিল স্কার্ট আর টপ, গুজরাতি কাজ করা কুর্তি বা লেহেঙ্গা, ফ্লেয়ারড সিকুইন স্কার্ট পরতে পারেন। শাড়ি জারদোসি ওয়র্ক করা, সিকুইন ওয়র্ক, ট্র্যাডিশনাল বেনারসি, কাঞ্জিভরম, তসর জামদানি বেছে নিন। খুব হালকা শাড়ি পরতে পছন্দ করলে ট্র্যাডিশনাল পিওর কলমকারি সিল্ক, মাহেশ্বরী সিল্ক, বোমকাই সিল্ক বেছে নিতে পারেন। শাড়ির সঙ্গে অবশ্যই স্টেটমেন্ট ব্লাউজ মসাবা কাট বা সিকুইন ব্লাউজ, সব্যসাচী কাটের ব্লাউজ বেছে নিন। চুল কার্ল করে সেট করে রাখতে পারেন, হেয়ার অ্যাক্সেসরিজ দিয়ে সাজাতে পারেন। এইদিন নেভি আই অর্থাৎ নেভি ব্লু আই মেক-আপ, চোখে স্মোকি আই, শিমারি আই মেকাপ ফাটাফাটি যাবে। কানে বড় স্টোন স্টাডস, সেমি প্রেশাস স্টোনের গয়না ভাল লাগবে। ছেলেদের জন্য, ড্রেপড কুর্তা উপরে একটু জমকালো কাজ করা নেহরু জ্যাকেট পরতে পারেন। আবার নেহরু জ্যাকেটের বদলে বন্ধগলাও পরতে পারেন। ওপেন জ্যাকেটও হতে পারে। পরতে পারেন শেরওয়ানিও।

দশমীতে রাঙাবাসে

দশমীর সকাল মানেই সিঁদুর খেলা, আর তার সঙ্গে রাঙা শাড়ি একদম উপযুক্ত। তবে বেশি ভারী না করে বেছে নিন হালকা কোন শাড়ি কারণ সিঁদুর লাগবেই যাতে কাচাধোওয়া করে ফেলা যায়। ছোট খোঁপা, কানে সোনালি ঝুমকা আর হাতে সোনালি চুড়ি— এটাই সেরা লুক দশমীর। শাড়ি কী

পরবেন ভাবছেন? বেছে নিতে পারেন মঙ্গলগিরি কটন, তসর থেকে গরদ ব্লাউজে বোটনেক, ব্লাউজ স্টাইল ক্রপ টপ, স্লিভলেস ডিপ নেক, চাইনিজ কলার, অফ শোল্ডার টপ এখন দশমীতে অনেক ঠাকুরই বিসর্জন হয় না। অনেকেই ভিড়ের ভোগান্তি আটকাতে ওইদিন ঠাকুর দেখতে বেরন। দশমীতে জিনস আর এথনিক কুর্তায় আপনাকে অনবদ্য লাগবে তাই একটা দিন অন্যরকম সাজতে হলে খান ড্রেস বেছে নিতে পারেন যাকে আমরা পাঠানি বলি। রেডিমেড ধুতি, তাঁতের ধুতি, হ্যান্ডলুম ধুতি কম্বিনেশন করে কুর্তা দারুণ লাগবে এইদিন।

দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট ২০২৫

পশ্চিমবঙ্গে যেমন পাঁচদিন ধরে সাড়ম্বরে দুর্গাপুজো পালিত হয়, তেমনই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয় নবরাত্রি। ন'দিন ধরে দেবীর আরাধনা করা হয়। শুরু হয়ে গেছে নবরাত্রি। সেই সঙ্গে এসে গেছে পুজোর সময়সূচিও অর্থাৎ নির্ঘণ্ট।

দেবীর আগমন-গমন

দিন ও তিথি অনুযায়ী দেবী নির্দিষ্ট বাহনে মর্ত্যে আগমন ও গমন করেন। এ-বছর মা দুর্গার আগমন হবে গজে। যার ফলস্বরূপ শস্যশ্যামলা হবে ধরিত্রী অর্থাৎ শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। এ-বছর দেবীর গমন দোলায়। যার অর্থ মড়ক।

মহাপঞ্চমী

২৭ সেপ্টেম্বর (১০ আশ্বিন) শনিবার মহাপঞ্চমী দিবা ৮টা ৪৯ মিনিট পর্যন্ত। সায়ংকাল (সন্ধে ৭টায়) দুর্গাদেবীর বোধন।

মহাষষ্ঠী

২৮ সেপ্টেম্বর (১১ আশ্বিন) রবিবার সকাল ১০টা ৪৩ মিনিট পর্যন্ত দুর্গামহাষষ্ঠী তিথি। দুর্গার ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পুজো। সন্ধ্যাবেলা (সন্ধ্যা ৭টায়) দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

মহাসপ্তমী

২৯ সেপ্টেম্বর (১২ আশ্বিন) সোমবার বেলা ১২টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত থাকবে মহাসপ্তমী তিথি। এদিন সকাল ৭টার মধ্যে নবপত্রিকা স্নান, স্থাপন। ৭টা ১৫-এ সপ্তম্যাদিকল্পারম্ভ ও সপ্তমীবিহিত পুজো করা হবে।

মহাষ্টমী

৩০ সেপ্টেম্বর (১৩ আশ্বিন) মঙ্গলবার দুর্গাষ্টমী তিথি থাকবে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। দেবী দুর্গার আরাধনা, মহাস্নান ও ষোড়শোপচার পুজো শুরু হবে সকাল ৭টায়। মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দিবা ৯টা থেকে শুরু। অষ্টমীর সন্ধ্যারতি ৭টা।

সন্ধিপুজো

৩০ সেপ্টেম্বর (১৩ আশ্বিন) দুপুর ১টা ২১ মিনিট গতে সন্ধিপুজো শুরু। দিবা ১টা ৪৫ মিনিট গতে বলিদান। সন্ধিপুজোর পুষ্পাঞ্জলি সকাল ১০টায়। দিবা ২টো ৯ মিনিটের মধ্যে সন্ধিপুজো সমাপন। সন্ধিপুজোর আরতি সন্ধ্যা ৭টায়।

মহানবমী

১ অক্টোবর (১৪ আশ্বিন) বুধবার মহানবমীর পুজো শুরু হবে সকাল ৭টায়। মহানবমীর হোম দিবা ১০টা ৩০ মিনিটে। তিথি থাকবে দুপুর ২টো ৩৬ মিনিট পর্যন্ত। মহানবমীর মহাস্নান ও ষোড়শোপচার পুজো হবে। মহানবমীর সন্ধ্যারতি ৭টায়।

দশমী

২ অক্টোবর (১৫ আশ্বিন) বৃহস্পতিবার দশমী তিথি থাকবে দুপুর ২টো ৫৬ মিনিট। সকাল ৯টা ২৯ গতে বিজয়া দশমী পুজো সমাপন। বিসর্জনান্তে শ্রীশ্রী অপরাজিতা পুজো, শান্তিজল ও আশীর্বাদ প্রদান। এরপর দেবীর বরণ, সিঁদুর খেলা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

27 September, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

আড়ালের প্রতিমারা

আসন্ন দুর্গোৎসবের রঙে যখন চারদিক মাতোয়ারা, তখন কুমোরটুলির সরু গলিতে চলছে অন্যরকম লড়াই। আলো-আঁধারির ভেতর, খড়ের গাদার পাশে, কাদামাখা আঙুলে মূর্তির গড়ন তুলছেন একঝাঁক নারী-শিল্পী। তাঁরা কেবল মা দুর্গার প্রতিমা গড়ছেন না, নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইও গড়ে তুলছেন প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি ছাঁচে। তাঁদের সঙ্গে কথা, তাঁদের কথা বললেন **অঙ্কিতা ব্যানার্জি**

নারীশক্তির জাগরণ

পুরাণে বলা আছে— যখন দেবতারা অসুরের শক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁদের মিলিত শক্তিতে জন্ম নিলেন এক নারীশক্তি— মা দুর্গা। তিনিই একমাত্র সক্ষম হলেন অশুভ শক্তিকে দমন করতে। আজ-কালের স্রোত পেরিয়ে সেই সত্য যেন মিলে যায় কুমোরটুলির গলিতে। এখানে মাটির সঙ্গে লড়াইয়ে নামা নারীরা প্রমাণ করছেন— যেখানে ইচ্ছাশক্তি, সাহস আর দক্ষতা আছে, সেখানে নারীর পদক্ষেপ থামানো যায় না।

শিল্পী চায়না পাল

একসময় প্রতিমাশিল্পে নারীর ভূমিকা সীমিত ছিল সহায়কের গণ্ডিতে। কিন্তু আজ তাঁরা একাহাতে কাঠামো গড়েন, মাটি গড়েন, রঙে প্রাণ দেন, আবার সংসারের দায়িত্বও সমান তালে সামলান। চিকিৎসা, আইন, রাজনীতি বা গণমাধ্যমের মতোই এই শিল্পক্ষেত্রেও নারী আজ পুরুষের সমকক্ষ। তাঁরা সহকর্মী নন, প্রতিযোগীও নন— বরং সমান মর্যাদায় শিল্পের আসনে প্রতিষ্ঠিত। রান্নাঘরের ধোঁয়া, সংসারের চাপ, সন্তানের যত্ন— সব সামলে তাঁরা নেমেছেন মাটির সঙ্গে যুদ্ধ করতে। সমাজে এখনও অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে— 'নারী কি আদৌ পারবে প্রতিমা গড়তে?' কিন্তু কুমোরটুলির এই নারীরা প্রতিদিনই সেই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। তাঁদের ঘামের ভেতরেই লুকিয়ে আছে এক অদম্য বার্তা— নারী শুধু সংসার গড়েন না, সমাজও গড়েন। তাঁরা তাঁদের কাজের দ্বারাই মনে করিয়ে দেন— নারীশক্তি কেবল ঘরের অন্দরে সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ গড়ার ক্ষেত্রেও তিনি সমান অবদান রাখেন। তাঁদের চোখের দৃঢ়তা আর হাতে মাটির ছোঁয়া যেন নতুন ভাষায় বলে দেয়, সৃষ্টির মূলে নারীশক্তি চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। আর স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের মতো মানবজীবনের প্রতিটি স্তরেই আজ সেই নারীশক্তির উপস্থিতি সমানভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই শিল্পযাত্রা প্রমাণ করে— লিঙ্গভেদ নয়, যোগ্যতাই শিল্পীর আসল পরিচয়।

সহায়ক থেকে স্বনির্ভর : কুমোরটুলির নারীদের মাটির লড়াই

পুরুষসর্বস্ব সমাজে বহুদিন প্রতিমা গড়া ছিল পুরুষদের দখলে। একসময় নারীরা শুধু সহায়ক হিসেবে পুরুষদের কাজে হাত বাড়াতেন, কিন্তু আজ কুমোরটুলির গলিতে নিজেরাই মূর্তির খুঁটিনাটি গড়ে তুলছেন। সংসারের চাপ, রান্নাঘরের ধোঁয়া সামলেও তাঁরা মাটির সঙ্গে লড়াই করছেন নিরন্তর। উৎসব যত ঘনিয়ে আসে, ততই বাড়ে তাঁদের শ্রম আর ঘাম। দেবীর চোখে যেমন থাকে শক্তি ও মাতৃত্ব, তেমনি এই শিল্পীদের চোখেও জ্বলে ওঠে সংগ্রাম আর সৃষ্টির দীপ্তি— প্রমাণ করে, মা শুধু সংসার নয়, সমাজও গড়ে তোলেন। তাঁদের সৃষ্টিশীলতা সমাজের এক অমূল্য অংশ এবং নারীশক্তির প্রকৃত প্রতীক।

মাটির মন্ত্রে নতুন বিপ্লব

কুমোরটুলির নারীদের শিল্পযাত্রা শুরু হয়েছিল সাহসী পথিকৃৎ কামাখ্যাবালা পালের হাত ধরে। আজ তাঁর সেই দেখানো পথে একঝাঁক নতুন নারী শিল্পী মাটি, রঙ আর ঘামে গড়ে তুলছেন নিজেদের স্বপ্ন— যাঁদের মধ্যে আছেন ছ'জন অনন্য শিল্পী, যাঁদের কাহিনি একেকটা সংগ্রামের ইতিহাস। প্রতিটি মূর্তিতে ফুটে ওঠে তাঁদের সংগ্রাম, ধৈর্য ও সৃষ্টিশীলতা; প্রতিটি রেখা যেন বলতে চায়, 'আমরাও সমাজকে দেখাতে চাই আমাদের স্থান।'

মালা পাল : কুমোরটুলির পথপ্রদর্শক নারী-শিল্পী

কুমোরটুলির নারী-শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই উঠে আসে মালা পালের নাম। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাবার মৃত্যুর পর দাদার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিমাশিল্পে হাতেখড়ি পান। তখনও সমাজ নারীর হাতে মাটির কাজ মেনে নিতে দ্বিধা করত, কিন্তু দাদার উৎসাহে তিনি ছোট-ছোট প্রতিমা গড়া শিখতে শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে দিল্লির হ্যান্ডক্রাফট মিউজিয়াম তাঁর প্রতিভা দেখে ছ'মাসের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে আরও সমৃদ্ধ করে এবং শিল্পী হিসেবে আলাদা পরিচয় দেয়। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি প্রতিমাশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষিকা হিসেবেও কাজ শুরু করেন। আজ মালা পালের উদ্যোগে কুমোরটুলিতে একটি স্কুল গড়ে উঠেছে। ৬ থেকে ৬০ বছর বয়সি মানুষ সেখানে নিয়মিত মৃৎশিল্প শিখছে। প্রতি রবিবার প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী তাঁর কাছ থেকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেয়। মালা পাল বিশ্বাস করেন— যে সুযোগ একসময় তিনি পাননি, সেই সুযোগ নতুন প্রজন্মকে দেওয়াই তাঁর দায়িত্ব। মালা পাল শুধু একজন শিল্পী নন; তিনি সাহস, সংগ্রাম ও ধৈর্যের প্রতীক। তাঁর কাজ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে এবং সৃজনশীলতার আগুন জ্বালাচ্ছে।

মালা পাল কুমোরটুলির পরিচিত এক মুখ; তিনি বিশেষভাবে খ্যাত ছোট ও 'ফোল্ডেবল' মিনিয়েচার দুর্গা তৈরিতে, যেগুলো সহজে ভাঁজ করে পরিবহিত করা যায় এবং প্রবাসী বাঙালিদের পুজোয় পাঠানো হয়— ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি গন্তব্যে তাঁর মূর্তিগুলো পৌঁছায়। মালা সরকারি ও স্থানীয় স্তরের পুরস্কারও পেয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর কাজ দেখানো হয়েছে। ছোট মাপের এই মূর্তিগুলো সাধারণ বড় প্রতিমার অনুকরণ নয়; এগুলো নকশা ও উপকরণে হালকা— তাই বিদেশে পাঠানোর খরচ কমে এবং প্রবাসীরা নিজেদের বাড়িতেই সহজে পুজো করতে পারেন। মালা একই সঙ্গে শিক্ষকও— নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা শিখিয়ে তিনি কুমোরটুলিতে নারীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

27 September, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

আড়ালের প্রতিমারা

(১৮ পাতার পর)

চায়না পাল : কুমোরটুলিতে নারীর চালনাশক্তি

কলকাতার কুমোরটুলি, যেখানে শতাব্দী ধরে পুরুষশাসিত মৃৎশিল্পের জগৎ চর্চা হয়, সেখানে চায়না পাল নিজস্ব শক্তি ও ধৈর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। ১৯৯৪ সালে পিতার অসুস্থতার কারণে দুর্গাপূজার প্রতিমা তৈরির দায়িত্ব হাতে নেন— এটাই তাঁর শিল্পজীবনের সূচনা। সেই সময় থেকেই তিনি প্রমাণ করেছেন, নারীর হাতেও জীবন্ত প্রতিমা তৈরি করার ক্ষমতা আছে। তাঁর প্রতিমা শুধু মাটির কাজ নয়; এটি যেন অনুভূতি, শ্রম এবং সৃজনশীলতার এক জীবন্ত প্রকাশ। চায়না পাল বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন এবং তাঁর প্রতিমা কলকাতার বাইরে ও দেশের বাইরে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৮ সালে চিনের কুনমিং শহরে অনুষ্ঠিত শিল্প উৎসবে অংশগ্রহণ তাঁর শিল্পযাত্রার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। পুরুষশাসিত পরিবেশে নিজের জায়গা তৈরি করে চায়না পাল প্রমাণ করেছেন, নারীর সৃজনশীলতা কোনও বাধা চেনে না।

চায়না পাল ১৯৯০-এর দশকে বাবার অসুস্থতার কারণে পরিবারের স্টুডিও সামলাতে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে নিজের স্বতন্ত্র স্থান করে নেন। তিনি কেবল প্রচলিত দুর্গা নয়, বরং পরীক্ষামূলক থিম ও সামাজিক বার্তা বহনকারী কাজও করে থাকেন — উদাহরণ হিসেবে তিনি কখনও-কখনও অর্ধনারীশ্বর বা ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে প্রতিমা তৈরি করেছেন, যাতে লিঙ্গবৈচিত্র্য ও সমাজচেতনার কথাও উঠে আসে। তাঁর স্টুডিওতে একসময় কয়েকজন সহকর্মী/শ্রমিক থাকত এবং তিনি তরুণ নারীশিল্পীদের কাজে যুক্ত করে রেখেছেন। চায়না পালের যাত্রা কুমোরটুলির পুরুষ-প্রাধান্য ভেঙে নারীদের মাটির শিল্পে প্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

শিল্পী সুচন্দ্রিমা পাল

বৃষ্টিতেও আলোকিত শিল্প : কাকলি পালের সংগ্রামী যাত্রা

'সংসারের ফাঁকে, প্রতিমার প্রতিটি ছোঁয়ায় আমি আমার গল্প বলি।'

কাকলি পাল শুধু একজন শিল্পী নন; তিনি মা, গৃহিণী এবং সমাজচেতনা সম্পন্ন নারী। সংসারের নানা দায়িত্বের মাঝেও প্রতিদিন নিঃশব্দে নিজের প্রতিভা দিয়ে কুমোরটুলির প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলেন। প্রতিমা তৈরির প্রতিটি ধাপে— রঙ, কাঠামো ও কাঠামোগঠন— নারীর সংগ্রাম, শক্তি এবং সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি বা বাধা আমার কাজকে থামাতে পারে না।' প্রতিটি ছোঁয়ায় তাঁর শিল্প শুধুমাত্র চোখের আনন্দ দেয় না, বরং নারীর শক্তি ও সংগ্রামের গল্পও বলে। কাকলির মতো শিল্পীরা আমাদের শেখান, বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নারীরা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারে। তাঁর কাজ শুধু শিল্প নয়, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তাও বহন করে।

২০০৩ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর বাধ্য হয়েই প্রতিমাশিল্পে নামেন কাকলি পাল। শুরুতে শিল্প নয়, জীবিকার পথ হিসেবে মাটি ধরলেও আজ তিনি কুমোরটুলির এক পরিচিত মুখ। পুরুষ-প্রধান সমাজের সন্দেহ ও প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে তিনি ধীরে ধীরে নিজের হাত পাকিয়েছেন প্রতিমায়। এখন তাঁর তৈরি দেবীমূর্তি শুধু স্থানীয় নয়, কুমোরটুলির বাইরেও বিক্রি হচ্ছে— যা কাকলির দৃঢ়তা আর সংগ্রামী জীবনযাপনের সাক্ষ্য বহন করে।

শুভ্রা পালের সূক্ষ্ম শিল্প

'প্রতিমার সৌন্দর্য কেবল রং বা কাঠামোতে সীমাবদ্ধ নয়, প্রতিটি অলঙ্কারই তাকে জীবন দেয়।'

কুমোরটুলির ব্যস্ত গলিপথে লুকিয়ে আছে শুভ্রা পালের শিল্পজগৎ। তিনি মাটির মূর্তিতে সূক্ষ্ম অলঙ্করণ ও হাতের কারুকার্যের জন্য পরিচিত। প্রতিমার মুখ, পোশাক ও গহনার প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ তিনি হাতে গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, 'মুকুট, হস্তকার্য বা শোলার কাজ— প্রতিটি ছোঁয়া প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলে।' প্রতিমার এই সূক্ষ্ম অলঙ্করণে তিনি যোগ করেন রাজকীয় ঔজ্জ্বল্য। শুভ্রা বড় মূর্তির কাজের পাশেই এই সূক্ষ্ম অলঙ্করণ করেন। সংসারের দায়িত্ব সামলে তিনি নিজের অস্তিত্ব ও শিল্পী পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা

শিল্পী কাকলি পাল

শিল্পী মালা পাল

করেছেন। প্রতিটি ছোঁয়ায় তিনি লুকিয়ে রাখেন কুমোরটুলির ঐতিহ্য ও নতুনত্বের মিলন। শিল্পীর নিঃশব্দ সংগ্রাম ও সূক্ষ্ম প্রতিভা প্রতিমাকে দেয় এক অনন্য রূপ।

শিল্পী শুভ্রা পাল

কৃষ্ণা পালের সংগ্রাম ও সাফল্য

'প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত শিল্পের সঙ্গে সংসার— এটাই আমার শক্তি।'

কৃষ্ণা পাল একজন মৃৎশিল্পী, যিনি মূলত মাকে সাজানো, সোলার কাজ ও প্রতিমার সূক্ষ্ম অলঙ্করণ করেন। নিজের স্টুডিও না থাকলেও তিনি কুমোরটুলির একজন শিল্পীর স্টুডিওতে কাজ করেন। প্রতিমার মুখ, পোশাক ও অলঙ্কার সবই তার নিখুঁত হাতে গড়ে ওঠে।

তিনি জানান, এই কাজের মধ্যেই আমি সংসার সামলাই, আর এটাই আমাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করেছে। প্রতিদিন সকালে স্টুডিওতে এসে দুপুরে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আবার সংসারের দায়িত্ব সামলান। এই শিল্পচর্চার মাধ্যমে তিনি নিজের অস্তিত্ব ও পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেছেন। কৃষ্ণা পালের প্রতিটি ছোঁয়ায় লুকিয়ে আছে শ্রম, ধৈর্য ও নারীর সংগ্রামের গল্প।

শিল্পী কৃষ্ণা পাল

নারী তুমি অনন্যা

পুরুষ-প্রাধান্য সমাজে কুমোরটুলির মৃৎশিল্প কখনওই নারীদের জন্য সহজ ছিল না। বহু যুগ ধরে মাটির শিল্প, প্রতিমা গড়া এবং খুঁটিনাটি শিল্পে নারীরা কেবল সহকারী হিসেবে কাজ করতেন, পুরুষ শিল্পীদের হাত ধরে। তবুও সাহসী নারীরা এই বাঁধন ভেঙে নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। মালা পাল, শুভ্রা পাল, সুচন্দ্রিমা পাল, কৃষ্ণা পাল, চায়না পাল এবং অন্যান্য অগণিত নারী-শিল্পী আজ নিজেদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, যে দক্ষতা, ধৈর্য ও সৃজনশীলতা কোনও লিঙ্গের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। শারীরিক অসুবিধা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এঁরা কখনও হাল ছাড়েননি। প্রতিটি নারী শিল্পীর সংগ্রাম আমাদের দেখায়, যে শিল্পের আসল সৌন্দর্য এবং শক্তি আসে সাহস, নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সমন্বয়ে। তাঁদের প্রতিটি প্রতিমা শুধু মাটির নয়, বরং তাঁদের আত্মার ছোঁয়া, তাঁদের স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প।

কুমোরটুলির মৃৎশিল্পে নারী-শিল্পীরা নিঃসন্দেহে একটি অভিন্ন দৃঢ়তার প্রতীক। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, কোনও শারীরিক সীমাবদ্ধতা, সামাজিক বাঁধন বা পুরুষ-প্রাধান্যই সৃজনশীলতাকে আটকাতে পারে না। যেমন একটি প্রবাদ বলে— 'সাহসী নারীর পা যেখানে পড়ে, সেখানে পথ সৃষ্টি হয়।' কুমোরটুলির নারীরা সেই পথপ্রদর্শক, যাঁদের হাতে মাটি হয়ে উঠেছে জীবনের গল্প, স্বপ্নের প্রতিমা এবং স্বাধীনতার প্রতীক।

এভাবে কুমোরটুলির নারী-শিল্পীরা শুধু শিল্প জগতে নয়, সমাজে নারীর সম্ভাবনার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এঁরা আমাদের মনে করিয়ে দেন— 'যে লড়াই করে, সে জেতেই' এবং প্রতিটি নারী স্বপ্ন দেখতে পারেন, চেষ্টা করতে পারেন, আর তাঁর স্বপ্ন বাস্তব করতে পারেন।

কুমোরটুলির নারীদের সংগ্রাম ও সাফল্য আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা। তাই মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার আড়ালে থাকা এই প্রতিমাদেরও সমাজ জানায় কুর্নিশ।

আজ কুমোরটুলির সরু গলিতে নারীদের সৃজনশীল শক্তি যেন মায়ের শক্তিকে অনুকরণ করে— যেখানে প্রতিটি হাতের ছোঁয়া হয়ে ওঠে শৈল্পিক পুজো, আর প্রতিটি মূর্তিতে প্রতিফলিত হয় নারীর অদম্য ক্ষমতা। এই গলিতে আজ নারী শিল্পীরা রাজত্ব করছেন, স্বপ্ন ও সৃষ্টির পতাকা হাতে, আর মাটির প্রতিমা হয়ে উঠেছে তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু–কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় **সন্ময় দে**
» **শঙ্কর ঘোষ**
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন